কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন
জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?

গবেষণা সিরিজ-২০

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
Admin- 01944411560, 01755309907
Dawah- 01979464717
Publication- 01977301510
ICT- 01944411559
Sales- 01944411551, 01977301511
Cultural- 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-1334-2

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০৬
ষষ্ঠ সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৭
৫	‘কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু’মিন কিছুদিন জাহান্নাম ভোগ করে জান্নাতে গেলে’ আমার/আমাদের অসুবিধা	২৮
৬	কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করা মু’মিনের জাহান্নামের মেয়াদ সম্পর্কে ইসলাম	৩০
৭	কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু’মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদের বিষয়ে Common sense	৩১
৮	কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু’মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদের বিষয়ে আল কুরআন	৩৪
৯	কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু’মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস	৫২
১০	মু’মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে চালু হওয়া ভুল ধারণার উৎসসমূহ ও তার পর্যালোচনা	৬৭
	ক. মু’মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদের বিষয়ে দুনিয়ার বিচারের শাস্তির ধরন থেকে অগ্রহণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য শিক্ষা	৬৭
	খ. যে সকল আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা মু’মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে ভুল ধারণা চালু হওয়ার পেছনে অনেক ভূমিকা রেখেছে	৬৮
	গ. প্রচলিত সহীহ হাদীস যা মু’মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে ভুল ধারণা চালু হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে	৮১
১১	শেষ কথা	৮৮

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতনের
মূল কারণ ও প্রতিকার জানতে
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের বইগুলো পড়ুন
এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

পরকালে যে সমস্ত ঘটনা ঘটবে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ঘটনার একটি হলো– জান্নাতের পুরস্কার ও জাহান্নামের শাস্তি। বাকি দুটো হলো– সওয়াব ও গুনাহের হিসাব (মাপ) এবং শাফায়াত। এ তিনটি বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে দুনিয়ায় সৎ বা অসৎ হতে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। বর্তমান মুসলিম সমাজে অসততার যে বন্যা দেখা যাচ্ছে তার একটি প্রধান কারণ হলো এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে চালু হয়ে যাওয়া কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense বিরোধী নানা কথা। এ সকল কারণে একদিকে মুসলিম সমাজের সুখ, শান্তি ও প্রগতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং অন্যদিকে অসংখ্য মুসলিমের পরকালীন জীবনও ব্যর্থ হচ্ছে।

মুসলিম সমাজে চালু থাকা একটি কথা হলো– পরকালে মু'মিন ব্যক্তিদের আমলনামায় কবীরা গুনাহ (বড়ো গুনাহ) থাকলেও তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে। চালু কথাটি অসৎ মানুষ তৈরি হতে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে। পুস্তিকাটিতে এ বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর ভিত্তিতে প্রকৃত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। সে তথ্য হলো– মু'মিন জাহান্নামে গেলে তাকে চিরকাল সেখানে থাকতে হবে। মু'মিনের জাহান্নামের শাস্তির মেয়াদ সম্পর্কিত চালু হয়ে যাওয়া ভুল কথার অভিশাপ থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করতে পুস্তিকাটি ব্যাপকভাবে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এ চেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

কোনো কিছু পরিচালনার নির্ভুল উৎস হলো যা তার সৃষ্টি বা প্রস্তুতকারী লিখে দেন। বর্তমানে একটি কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সাথে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্পর্কিত একটা ম্যানুয়াল (বই/কিতাব) পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্পর্কিত কিতাব (Manual) সাথে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল কুরআনের যে আয়াতটির মাধ্যমে এটি জানা যায় তা হলো–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা

(কিতাব/Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : ইবলিস শয়তানের তথ্যসন্ত্রাসের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে যেতে হবে এবং শয়তানও তাঁদের সাথে থাকবে। আল্লাহর এ কথা শোনার পর ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসের বিষয়ে জ্ঞান থাকা আদম ও হাওয়া আ.– তাঁদের অনাগত সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে তাঁদেরকে অভয় দেন।

আয়াতটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগে যুগে মহান আল্লাহর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার কিতাব (Manual) পৃথিবীতে যাবে। আর মানুষের মধ্যে যারা সেই কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহর প্রেরণ করা সেই কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, মুহাম্মাদ স.-এর পর আর কোনো রসুল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই রসুল স. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সময়ের আবর্তনে কমবেশি হওয়া প্রতিরোধের জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লিখে ও মুখস্থ রাখার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রসুল স.-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে। আর কুরআন বোঝা সহজ কথাটি আল্লাহ কুরআনে বার বার উল্লেখ করে রেখেছেন (সুরা আল কমার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)।

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ১০টি (আমাদের গবেষণা মতে) মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিগুলো হলো–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ

সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

বর্তমানে সকল কোম্পানি জটিল কোনো যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও পাঠায়। ঐ প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না। প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির বিষয় হলেও তা মূল বিষয় নয়। তা যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে, ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও (নবী-রসুল) পাঠাবেন– এটি স্বাভাবিক। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসুলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আর নবী-রসুলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে– এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসুলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন মূল বিষয় নয়, তা হবে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা– এটি বুঝাও সহজ। তবে নবী-রসুলগণের নির্দেশনাও পালন করা অপরিহার্য। মুহাম্মাদ স. হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসুল।

সুন্নাহ (নির্ভুল হাদীস) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তবে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের কিছু মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিসমূহ হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল/Common sense/বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

মানবশরীরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর বিষয় (রোগ-জীবাণু) প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন বিষয়টি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। এ ব্যবস্থা যে বিষয়টি ক্ষতিকর নয় সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে। তাই যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না। জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো– বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense/আকল (عَقْلٌ) বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস Common sense ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতি দুটি অনুসরণ না করে উৎসটিকে ব্যবহার করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতি দুটি হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

প্রতিটি উৎসের মূলনীতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

১. মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
২. একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির জ্ঞানের সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত আছে। দুটি সত্য উদাহরণ সামনে থাকলে সে প্রবাহচিত্রটি সহজে বুঝা যায়। তবে উদাহরণ দুটিতে সরাসরি যাওয়ার আগে কুরআন সত্য উদাহরণকে কী ধরনের গুরুত্ব দিয়েছে সেটি সকলের জানা দরকার।

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কুরআনের মূল বিষয়সমূহ নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আর বাস্তবে আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই হলো উদাহরণের আয়াত। রসুল স.-ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার

করেছেন। অন্যদিকে সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন বোঝার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। আয়াতটির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (শিক্ষা)। আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়। অন্যকথায় কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকলকে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া (বুনিয়াদি/ভিত্তি) জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করতে হবে।

'যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য' অংশের ব্যাখ্যা– যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বুঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

'আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির ব্যক্তি।

'(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন জানতে/বুঝতে/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেনি তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

'আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেছে তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

'আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ ব্যবহার করে কুরআন বুঝতে না পেরে পথভ্রষ্ট হয় শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা। অর্থাৎ সে ব্যক্তিরা যারা প্রাণিবিজ্ঞান না শিখে গুনাহগার হয়েছে।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই অন্য উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানোর জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

উদাহরণ বিষয়ে পরিপূরক তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াত– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি এবং সুরা নিসা/৪ : ৮২;

বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; কমার/৫৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের দুটি সত্য উদাহরণ–
উদাহরণ-১

❑ চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

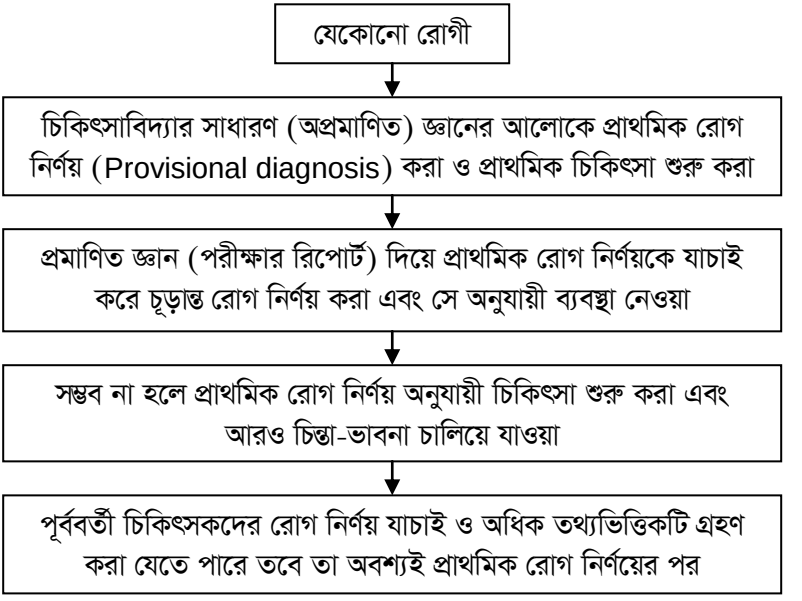

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

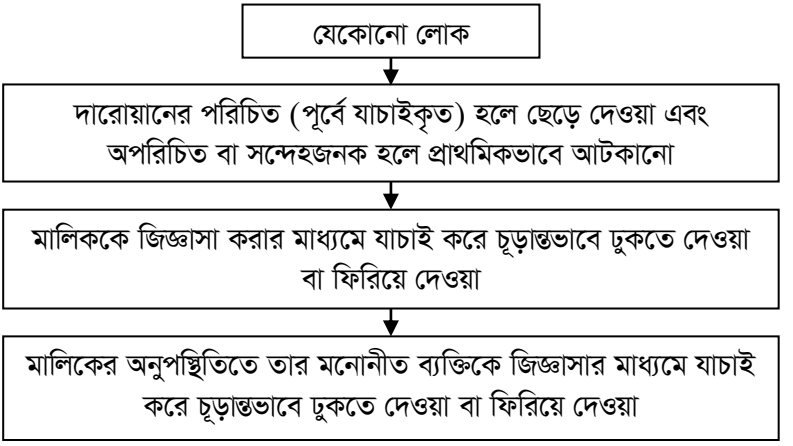

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে পার্থক্য

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) :** মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- **সুন্নাহ (রসুল স.) :** মালিকের অনুপস্থিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনে অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow Chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

যেকোনো বিষয়

↓

আকল/Common sense/বিবেক (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত জ্ঞান) বা বিজ্ঞানের (আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান) ভিত্তিতে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (আকল/Common sense/বিবেক বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই-বাছাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক

অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ

مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল। আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

তাই কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।

২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।

৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে

অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর

(সচিত্র)

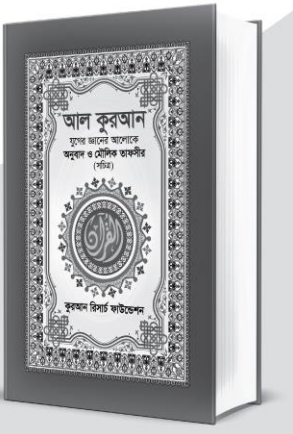

কুরআনের আরবী আয়াত
সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে
উন্নত হবে।

মূল বিষয়

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে চালু থাকা একটি কথা হলো– কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন (ঈমানদার) ব্যক্তিরা পরকালে জাহান্নামে গেলেও সেখানে তাদের স্থায়ীভাবে থাকতে হবে না। কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর তারা অনন্তকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে।

আমাদের এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে– কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যে, কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন কিছু দিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে, বর্তমান পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে চালু থাকা এ কথাটি সঠিক কি না। আর সঠিক না হলে সঠিক কথাটি কী সেটিও বের করা এবং জাতিকে জানানো। এর মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও মানবতাকে দুনিয়া ও আখিরাতের মারাত্মক অকল্যাণ থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে নিজ দায়িত্ব পালন করা।

‘কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু’মিন কিছুদিন জাহান্নাম ভোগ করে জান্নাতে গেলে’ আমার/আমাদের অসুবিধা

বেশ কিছু ব্যক্তি আমাদেরকে বলেছেন ‘কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু’মিন কিছুদিন জাহান্নাম ভোগ করে জান্নাতে গেলে আপনার/আপনাদের অসুবিধা কী?’ প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই চলুন প্রথমে প্রশ্নটির উত্তর জেনে নেওয়া যাক–

অসুবিধা-১

আমরা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর ভিত্তিতে শতভাগ নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি যে– ‘কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু’মিন কিছুদিন জাহান্নাম ভোগ করে চিরকালের জন্য জান্নাতে যাবে’ এ প্রচারণাটি মোটেই সঠিক নয়।

কিন্তু প্রচারণাটির প্রভাবে আমাদের আপন পিতা-মাতা, আদি পিতা-মাতা ও ঈমানী সূত্রের কোটি কোটি ভাই ও বোন এমন সব কাজ করছে– যে কারণে তারা নিশ্চিতভাবে চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাবে। তাই আমার/আমাদের মনে সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড কষ্ট ও যন্ত্রণা।

অসুবিধা-২

প্রচারণাটির প্রভাবে বর্তমান মুসলিম ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের কাজ-কর্ম দেখে, আমার/আমাদের আদি পিতা-মাতার সূত্রের কোটি কোটি ভাই ও বোন (অমুসলিম) ঈমান না আনতে পারার কারণে চিরকালের জন্য জাহান্নামে চলে যাচ্ছে। তাই আমার/আমাদের মনে সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড কষ্ট ও যন্ত্রণা।

অসুবিধা-৩

প্রচারণাটির প্রভাবে বর্তমান মুসলিম সমাজ ও দেশের অবস্থা দেখে মেধাবী ও সৎ মুসলিম ছেলে-মেয়েরা দেশ ছেড়ে অমুসলিম দেশে চলে যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে তাদের অধিকাংশই বিপথে চলে যাচ্ছে। তাই আমার/আমাদের মনে সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড কষ্ট ও যন্ত্রণা।

অসুবিধা-৪

প্রচারণাটির কারণে মুসলিম সমাজে–

১. দ্বৈত মানের (Double standard) লোকের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছে।

২. অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি, ভেজাল, ঘুষ ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছে।

ফলে সৎ মানুষদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে। তাই আমার/আমাদের মনে সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড কষ্ট/যন্ত্রণা।

মনের এ কষ্ট/যন্ত্রণাসমূহ লাঘব করার জন্য আমি/আমরা বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর স্পষ্ট তথ্যগুলো মুসলিম জাতির কাছে তুলে ধরার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করছি।

কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করা মু'মিনের জাহান্নামের মেয়াদ সম্পর্কে ইসলাম

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস তথা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বিষয়টি জানার চেষ্টা করব। তবে কুরআন ও সুন্নাহ পর্যালোচনা করে বিষয়টি জানতে হলে নিম্নের বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে–

১. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা করার মূলনীতি।
২. গুনাহর সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ।
৩. 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা।
৪. সাওয়াব ও গুনাহ মাপের পদ্ধতি।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় উল্লিখিত ৪টি বিষয় সম্পর্কে বর্তমান মুসলিম জাতির অধিকাংশের ধারণা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর সাথে সংগতিশীল নয়। বিষয়গুলো সম্পর্কে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত নিম্নোক্ত বইগুলোতে প্রকৃত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে–

১. আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য (গবেষণা সিরিজ ২৬)।
২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র (গবেষণা সিরিজ ২২)।
৩. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা (গবেষণা সিরিজ ২৪)।
৪. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র (গবেষণা সিরিজ ১৮)।

কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদের বিষয়ে Common sense

Common sense-এর কমপক্ষে ৪টি দৃষ্টিকোণ থেকে কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করা মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। বিষয় ৪টির শিরোনাম–

১. অসৎ মু'মিন তৈরি হওয়া।
২. ইসলামী আইনে দুনিয়ার বিচারে শাস্তির মেয়াদ।
৩. গুনাহ মাফের সুযোগ না নেওয়া।
৪. কাজের মূল্য না পাওয়া।

বিষয়গুলোর পর্যালোচনা

১. অসৎ মু'মিন তৈরি হওয়ার দৃষ্টিকোণ

ঈমান আনা বিষয়টির একটি সরল অর্থ হলো– আল্লাহর ইলাহিত্ব তথা আল্লাহর সরকারকে স্বীকার করা। অন্যদিকে গণিতশাস্ত্র অনুযায়ী– অনন্তকালের তুলনায় কিছুকাল শূন্য সময়। চাই সে কিছুকাল যত বড়োই হোক না কেন। তাই মানুষের দুনিয়ার জীবনের সাথে তুলনা করলে, অনন্তকালের তুলনায় কিছুকাল হবে এক সেকেন্ডেরও অনেক কম সময়। আর তাই পরকালে আমলনামায় কবীরা গুনাহ (বড়ো অপরাধ) থাকা মু'মিন ব্যক্তির কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকালের জান্নাত পাওয়া বিষয়টির দুনিয়ার সমতুল্য কথা হবে– 'দেশের সরকারকে স্বীকার করা ব্যক্তি বড়ো অপরাধ করলেও তাকে সেকেন্ডের কম সময় জেলখানার মৃত্যু সেলে থাকতে হবে। এরপর তার বাকি জীবন মুক্তভাবে মহাশান্তিতে কাটানোর ব্যবস্থা থাকবে' কথাটি চালু থাকা। পৃথিবীর যেকোনো দেশে যদি উল্লিখিত ধরনের একটি আইন থাকে এবং তা সকলের জানা থাকে, তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– ঐ দেশে বড়ো বড়ো অপরাধীর সংখ্যা অগণিত হবে এবং সেখানকার সমাজ জীবনে শান্তির লেশমাত্রও থাকবে না।

Common sense-এর ভিত্তিতে তাই সহজে বলা যায়– একজন ঈমানদার ব্যক্তি বড়ো গুনাহগার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেও পরকালে কিছু দিন

জাহান্নামে থেকে চিরকালের জন্য জান্নাতে যেতে পারবে ধরনের বিধান ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় থাকলে তার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে– মুসলিম দেশে বড়ো বড়ো অপরাধীর সংখ্যা অগণিত হবে এবং মুসলিম সমাজে শান্তির লেশমাত্রও থাকবে না।

ইসলাম মানুষকে সৎ বানাতে চায়; অসৎ বানাতে চায় না। তাই Common sense-এর আলোচ্য দৃষ্টিকোণ থেকে সহজে বলা যায়– 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন পরকালে জাহান্নামে গেলেও কিছুকাল শাস্তি ভোগ করার পর অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে' এমন বিধান ইসলামে থাকার কথা নয়।

২. ইসলামী আইনে দুনিয়ার বিচারে শাস্তির মেয়াদের দৃষ্টিকোণ

কবীরা গুনাহ হচ্ছে বড়ো অপরাধ। ইসলামী জীবনবিধানে দুনিয়াতে বড়ো অপরাধ করা মু'মিনদের স্থায়ী শাস্তি আছে। যেমন– অন্যায়ভাবে হত্যার শাস্তিস্বরূপ মু'মিনকে হত্যা করা, জেনার জন্য মু'মিনকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা।

তাই Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়– কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের পরকালে স্থায়ী শাস্তি তথা স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকার শাস্তি, ইসলামসম্মত হওয়ার কথা।

৩. গুনাহ মাফের সুযোগ না নেওয়ার দৃষ্টিকোণ

কুরআন ও সুন্নাহের তথ্য থেকে (পরে আসছে) স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় আগে খালিস নিয়াতে তাওবা করলে আল্লাহ মু'মিনের (মানুষের হক ফাঁকি দেওয়ার গুনাহ ছাড়া) ছগীরা-কবীরা সকল গুনাহ মাফ করে দেন। তাই শেষ বিচারের দিন ঐ মু'মিন প্রথম থেকে চিরকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে। যে দুষ্ট মু'মিন আল্লাহর দেওয়া এই অপূর্ব সুযোগ গ্রহণ না করে মৃত্যু পর্যন্ত বড়ো অপরাধ (কবীরা গুনাহ) করে দুনিয়ায় মহা অশান্তি সৃষ্টি করেছে, তাকে মাফ করা Common sense অনুযায়ী যৌক্তিক নয়। অর্থাৎ ঐ ধরনের মু'মিনের চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি হওয়াই যৌক্তিক।

৪. কাজের মূল্য না পাওয়ার দৃষ্টিকোণ

কবীরা গুনাহ হলো মৌলিক ভুল। আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন হলো– কোনো কর্মকাণ্ডে একটি মৌলিক ভুল থাকলে ঐ কর্মকাণ্ডটি আংশিক নয় শতভাগ ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ ঐ কর্মকাণ্ডের কৃত সঠিক কাজসমূহের কোনো ফল পাওয়া যায় না।

উদাহরণস্বরূপ অপারেশন করা কাজটি পর্যালোচনা করা যায়। ধরা যাক– একটি অপারেশনে ৫টি মৌলিক ও ১০টি অমৌলিক বিষয় আছে। একজন সার্জন যদি সকল অমৌলিক বিষয় ও ৪টি মৌলিক বিষয় সঠিকভাবে করে কিন্তু ১টি মৌলিক বিষয়ে ভুল করে, তবে আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন হলো– অপারেশনটি আংশিক নয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ সার্জনটির করা সঠিক কাজগুলোর কোনো মূল্য বা ফল পাওয়া যায় না।

মানুষের জীবন পরিচালনাও একটি বড়ো কর্মকাণ্ড। সেখানে অনেক মৌলিক (কবীরা) এবং অমৌলিক (ছগীরা) কাজ আছে। তাই আল্লাহর তৈরি আইন অনুযায়ী একজন মানুষ যদি জীবনের সকল অমৌলিক কাজ এবং একটি বাদে সবগুলো মৌলিক কাজ সঠিকভাবে পালন করে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে তার কৃত সঠিক কাজগুলোর কোনো ফল পরকালে পাওয়ার কথা নয়। অর্থাৎ তার চিরকাল জাহান্নামে থাকার কথা।

তাই Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়– কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন (ঈমানদার) ব্যক্তিরা পরকালে জাহান্নামে গেলেও সেখানে তাদের স্থায়ীভাবে থাকতে হবে না এমন কথা ইসলামের বক্তব্য হওয়ার কথা নয়।

♦♦ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায় ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করলেও মু'মিন ব্যক্তি কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর চিরকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে এমন বিধান ইসলামসম্মত হওয়ার কথা নয়। বরং কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে এ ধরনের বিধান ইসলামে থাকার কথা।

কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদের বিষয়ে আল কুরআন

আমাদের গবেষণা মতে, কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে কমপক্ষে ৮টি দৃষ্টিকোণের আয়াত আল কুরআনে আছে। ঐ ৮টি দৃষ্টিকোণের শিরোনাম–

১. ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল না থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে না বক্তব্যসংবলিত আয়াত।
২. কবীরা গুনাহ পরকালে মাফ না হওয়া বক্তব্যসংবলিত আয়াত।
৩. আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বক্তব্যসংবলিত আয়াত।
৪. আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে পরোক্ষ বক্তব্যসংবলিত আয়াত।
৫. আমলনামায় মাত্র ১টি কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বক্তব্যসংবলিত আয়াত।
৬. কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে জান্নাত না পাওয়ার বক্তব্যসংবলিত আয়াত।
৭. আমল মাপের বক্তব্যসংবলিত আয়াত।
৮. কিয়ামতের দিন রসুল স.-এর অভিযোগের (মামলা) বক্তব্যসংবলিত আয়াত।

এখন আমরা উল্লিখিত ৮টি দৃষ্টিকোণের শিক্ষা ধারণকারী আয়াত পর্যালোচনা করে কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ জানবো।

১. ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল না থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে না বক্তব্যসংবলিত আয়াতের ভিত্তিতে মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ

তথ্য-১

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنۡ يُّتۡرَكُوۡۤا اَنۡ يَّقُوۡلُوۡۤا اٰمَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُوۡنَ. وَلَقَدۡ فَتَنَّا الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ فَلَيَعۡلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ صَدَقُوۡا وَلَيَعۡلَمَنَّ الۡكٰذِبِيۡنَ.

মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদেরকে (কর্মের মাধ্যমে) পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমরা তাদের পূর্ববর্তীদের (কর্মের মাধ্যমে) অবশ্যই পরীক্ষা করেছিলাম, অতঃপর আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন (ঈমান-এর দাবিতে) কে সত্যবাদী এবং অবশ্যই জেনে নেবেন কে মিথ্যাবাদী।

(সুরা আল 'আনকাবুত/২৯ : ২, ৩)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটি থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– ঈমানের ঘোষণা দেওয়া ব্যক্তিকে আমলের (কাজ) মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে তার ঘোষণাটি সত্য। তাই আয়াত দুটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– ঈমানের মূল্য তথা ঈমানের জন্য জান্নাত পেতে হলে কমপক্ষে কবীরা গুনাহ (বড়ো অপরাধ) মুক্ত আমল নিয়ে পরকালে যেতে হবে।

তথ্য-২

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ.

তারা কি শুধু অপেক্ষা করে যে– তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে, কিংবা তোমার রব আসবেন কিংবা তোমার রবের কোনো নিদর্শন আসবে? যেদিন তোমার রবের কোনো নিদর্শন (মৃত্যু বা অন্য আজাব) আসবে সেদিন ঐ ব্যক্তির ঈমান কোনো কাজে আসবে না, যে আগে ঈমান আনেনি অথবা ঈমান থাকা অবস্থায় (ঈমান আনার পর) নেক আমল করেনি। বলো, তোমরা প্রতীক্ষা করো আমরাও প্রতীক্ষায় থাকলাম।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৫৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায় দুই ধরনের ব্যক্তির ঈমান পরকালে কোনো কাজে আসবে না–

১. যারা মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় আগে ঈমান আনেনি।
২. যারা ঈমান আনার পর কোনো নেক আমল করেনি।

তাই আয়াতটি থেকে জানা যায়– ঈমান এবং ঈমানের দাবি অনুয়ায়ী আমল (কবীরা গুনাহ মুক্ত আমল) না থাকলে সে ঈমান পরকালে কোনো উপকারে আসবে না। অর্থাৎ সে ঈমানের জন্য পরকালে জান্নাত মিলবে না।

তথ্য-৩

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, নেক আমল করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়, তাদের প্রতিদান (জান্নাত) তাদের রবের কাছে রয়েছে। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং দুশ্চিন্তাও নেই।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৭৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– ঈমান এবং যথাযথ আমল (কবীরা গুনাহ মুক্ত আমল) থাকা ব্যক্তিদের জন্য তাদের রবের কাছে প্রতিদান তথা জান্নাত রয়েছে।

তথ্য-৪

إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ.

তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে। অতঃপর তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান (জান্নাত)।

(সুরা আত ত্বীন/৯৫ : ৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকেও জানা যায়– ঈমান ও যথাযথ আমল (কবীরা গুনাহ মুক্ত আমল) থাকা ব্যক্তিদের জন্য তাদের রবের কাছে জান্নাত রয়েছে।

তথ্য-৫

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

কালের কসম। নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। (সুরা আল আসর/১০৩ : ১-৩)

ব্যাখ্যা : ২ ও ৩ নং আয়াত দুটি থেকে জানা যায়– পরকালে ক্ষতি এড়াতে হলে তথা জান্নাত পেতে হলে ঈমান এবং যথাযথ আমল (কবীরা গুনাহমুক্ত আমল) থাকতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : আল কুরআনের এ ধরনের অনেক আয়াত থেকে সহজে জানা যায়– ঈমানের মূল্য তথা ঈমানের জন্য জান্নাত পেতে হলে কমপক্ষে কবীরা গুনাহ (বড়ো অপরাধ) মুক্ত অবস্থায় পরকালে যেতে হবে।

২. কবীরা গুনাহ পরকালে মাফ না হওয়া বক্তব্যসংবলিত আয়াতের ভিত্তিতে মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ

তথ্য-১

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

(১৭) আল্লাহর কাছে শুধু তাদের তাওবা পৌঁছায় যারা অমনোযোগিতার কারণে গুনাহ করার পর অনতিবিলম্বে তাওবা করে; বস্তুত এদের তাওবাই আল্লাহ কবুল করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। (১৮) আর তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা গুনাহর কাজ করে যেতেই থাকে যতক্ষণ না মৃত্যু উপস্থিত হয়, (তখন) বলে– আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের জন্যেও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। তাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (জাহান্নাম) প্রস্তুত রেখেছি।

(সুরা নিসা/৪ : ১৭, ১৮)

ব্যাখ্যা : ১৭ নং আয়াতটি থেকে জানা যায়– গুনাহ করার পর অনতিবিলম্বে তাওবা করলে আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন (মানুষের হক ফাঁকি দেওয়ার গুনাহ ছাড়া)। অর্থাৎ ঐ গুনাহর জন্য পরকালে মু'মিনকে জাহান্নামে যেতে হবে না।

১৮ নং আয়াত থেকে জানা যায়, ২ ধরনের ব্যক্তিদের তাওবা কবুল হবে না–

১. যে মু'মিনরা মৃত্যু এসে গেলে তাওবা করে।
২. যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

তাই আয়াতটি থেকে জানা যায়– যে মু'মিন মৃত্যু এসে গেলে তাওবা করবে তার তাওবা কবুল হবে না। কবুল হতে হলে তাওবা করতে হবে মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় আগে। হাদীস (পরে আসছে) থেকে জানা যায় যুক্তিসংগত সময় হলো জ্ঞান-বুদ্ধি ও শক্তি থাকা অবস্থা। অর্থাৎ মৃত্যু ঘটার আগে জ্ঞান-বুদ্ধি ও শক্তি থাকা অবস্থায় তাওবা না করলে কৃত কবীরা গুনাহ আর মাফ হবে না। ফলে ঐ কবীরা গুনাহর জন্য মু'মিনকে জাহান্নামে যেতে হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

তথ্য-২

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

(৬৭) আর যখন তারা (মু'মিনগণ) ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না আবার কৃপণতাও করে না, বরং তারা থাকে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে। (৬৮) আর তারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না (শিরক করে না), আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। এগুলো (এ কবীরা গুনাহগুলো) যে (মু'মিন) করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। (৬৯) কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকবে। (৭০) সে ছাড়া যে তাওবা করে, ঈমান দৃঢ় করে নেয় ও সৎকাজ করে, অতঃপর আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পরিবর্তন করে দেবেন নেকী দিয়ে। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা ফুরকান/২৫ : ৬৭-৭০)

ব্যাখ্যা : ৬৭ ও ৬৮ আয়াতে শিরকসহ কিছু কবীরা গুনাহর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে– মু'মিনরা ঐ সকল কবীরা গুনাহ করে না। তবে যে করবে তাকে শাস্তি পেতে হবে। ৬৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে কিয়ামতের দিন ঐ মু'মিনদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং জাহান্নামে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। ৭০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যারা তাওবা করে ঈমান দৃঢ় করে নেবে এবং সৎকাজ (নেক আমল) করবে, তাদের পাপসমূহকে আল্লাহ পরিবর্তন করে দেবেন নেকী দিয়ে।

তথ্য-৩

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ

যারা কবীরা গুনাহসমূহ (শিরক ও অন্যান্য কবীরা গুনাহ) ও অশ্লীল কাজ থেকে মুক্ত থাকবে কিন্তু ছোটো মাত্রার গুনাহ থেকে নয়, (তাদের ব্যাপারে) নিশ্চয় তোমার রবের ক্ষমার পরিধি ব্যাপক। (সুরা নাজম/৫৩ : ৩২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– মু'মিন যদি (তাওবার মাধ্যমে) শিরক ও অন্যান্য কবীরা গুনাহ এবং অশ্লীল কাজ থেকে মুক্ত হয়ে পরকালে যেতে পারে তবে তাদের ছোটো মাত্রার গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবেন। অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে মু'মিনকে তাওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মুক্ত হয়ে পরকালে যেতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– কবীরা গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ না করিয়ে পরকালে গেলে আর তা মাফ হবে না। তাই শেষ বিচারের দিন আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

৩. আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বক্তব্যসংবলিত আয়াত

তথ্য-১

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا . وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

(৬৭) আর যখন তারা (মু'মিনগণ) ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না আবার কৃপণতাও করে না, বরং তারা থাকে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে। (৬৮) আর তারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না (শিরক করে না), আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। এগুলো (এ কবীরা গুনাহগুলো) যে (মু'মিন) করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। (৬৯) কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকবে।

(সুরা ফুরকান/২৫ : ৬৭-৬৯)

ব্যাখ্যা : ৬৭ ও ৬৮ আয়াতে শিরকসহ কিছু কবীরা গুনাহর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, মু'মিনরা ঐ সকল কবীরা গুনাহ করে না। তবে যে করবে তাকে শাস্তি পেতে হবে। ৬৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে কিয়ামতের দিন ঐ মু'মিনদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং জাহান্নামে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে।

তথ্য-২

بَلٰى مَنۡ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتۡ بِهٖ خَطِيۡٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ.

হ্যাঁ, যারা গুনাহ করবে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে জড়িয়ে থাকবে তারা জাহান্নামী হবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৮১)

ব্যাখ্যা : পাপরাশি দিয়ে জড়িয়ে থাকার অর্থ হলো তাওবার মাধ্যমে পাপ মাফ না করিয়ে মৃত্যুবরণ করা। তাই আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– পরকালে আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনদের জাহান্নামে যেতে হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

তথ্য-৩

قُلۡ اِنِّىۡ لَنۡ يُّجِيۡرَنِىۡ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنۡ اَجِدَ مِنۡ دُوۡنِهٖ مُلۡتَحَدًا . اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنۡ يَّعۡصِ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَبَدًا .

বলো– এটি নিশ্চিত যে, আল্লাহর (শাস্তি) থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না (যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই)। আর আল্লাহ ছাড়া আমি কোনো আশ্রয়ও পাবো না। শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে (কিতাব) পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁর রিসালাত (আমার দায়িত্ব)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

(সুরা জ্বিন/৭২ : ২২, ২৩)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'বলো– এটি নিশ্চিত যে, আল্লাহর (শাস্তি) থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না (যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই)' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, রসুল স. যদি আল্লাহ তা'য়ালার অবাধ্য হন তথা কবীরা গুনাহ করেন তবে আল্লাহর শাস্তি থেকে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলকে অমান্য করে তথা

কুরআন ও সুন্নাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য করে কবীরা গুনাহ করবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

৪. আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে পরোক্ষ বক্তব্যসংবলিত আয়াত

তথ্য-১

إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيْمًا.

যদি তোমরা (মু'মিনরা) মুক্ত থাক সে কবীরা গুনাহসমূহ (শিরক ও অন্যান্য কবীরা গুনাহ) থেকে যা তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে তাহলে আমরা তোমাদের ছোটো গুনাহসমূহ মাফ করে দেবো এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে (জান্নাত) প্রবেশ করাবো।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মু'মিনরা যদি শিরকসহ কোনো কবীরা গুনাহ না করে বা করলেও তাওবার মাধ্যমে তা থেকে মুক্ত হয়ে পরকালে যেতে পারে তবে আল্লাহ তাদের ছোটো মাত্রার গুনাহ মাফ করে জান্নাতে পাঠিয়ে দেবেন। অর্থাৎ পরকালে আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকলে মু'মিনরা জান্নাত পাবে না তথা তাদের চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

তথ্য-২

فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ.

বস্তুত তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ্যসামগ্রী। কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী (জান্নাত); (ওটা) তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের ওপর নির্ভর করে। আর যারা কবীরা গুনাহসমূহ (শিরক ও অন্যান্য কবীরা গুনাহ) ও অশ্লীল কাজ থেকে মুক্ত থাকে এবং রাগান্বিত হলে ক্ষমা করে দেয়।

(সুরা শুরা/৪২ : ৩৬, ৩৭)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটি থেকে জানা যায়– মু'মিনরা যদি শিরকসহ কোনো কবীরা গুনাহ না করে বা করলেও তাওবার মাধ্যমে তা থেকে মুক্ত হয়ে পরকালে যেতে পারে তবে আল্লাহ তাদের ছোটো মাত্রার গুনাহ মাফ করে জান্নাতে

পাঠিয়ে দেবেন। অর্থাৎ পরকালে আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকলে মু'মিনরা জান্নাত পাবে না তথা তাদের চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াতগুলো থেকে পরোক্ষভাবে জানা যায়– আমলনামায় শিরক বা অন্য কবীরাগুনাহ থাকা মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

৫. আমলনামায় মাত্র ১টি কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ তথ্যধারণকারী আয়াত

তথ্য-১

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً ... ... وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا .

কোনো মু'মিনকে হত্যা করা কোনো মু'মিনের জন্য সংগত নয়, তবে ভুলবশত করলে স্বতন্ত্র কথা... ... ... আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করে তার স্থান জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে, আর আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন, তাকে লানত করেন এবং তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মহাশাস্তি।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৯২, ৯৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– আমলনামায় মানুষ হত্যার গুনাহ থাকা মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। অর্থাৎ আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

তথ্য-২

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهٗ إِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

অথচ আল্লাহ বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম; অতঃপর যে ব্যক্তির কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছার পর সে বিরত হয়েছে, সে আগে যা খেয়েছে তা তারই (বিষয়), তবে তার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পিত। আর যারা (নির্দেশ পাওয়ার পরও) পুনরাবৃত্তি করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৭৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– আমলনামায় সুদের গুনাহ থাকা মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। অর্থাৎ আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

তথ্য-৩

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ .

আর যে (মু'মিন) ব্যক্তি (মিরাস বণ্টনের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অবাধ্য হবে এবং তার নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

(সুরা নিসা/৪ : ১৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– আমলনামায় মিরাস বণ্টনের গুনাহ থাকা মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। অর্থাৎ আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াতসমূহ থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়– একটি মাত্র কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

৬. কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে জান্নাত না পাওয়া বক্তব্যের আয়াতের ভিত্তিতে মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ

তথ্য-১

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ص وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

তুমি কি তাদের দেখোনি যাদের কিতাবের আংশিক জ্ঞান (কুরআন ভিন্ন অন্য কিতাবের জ্ঞান) প্রদান করা হয়েছিল? তাদেরকে যখন আল্লাহর (পরিপূর্ণ) কিতাব (আল কুরআন)-এর দিকে আহ্বান করা হয় নিজেদের মাঝে (বিদ্যমান বিবাদ) মীমাংসা করার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা সেথায় স্থির থাকে। তা এজন্য যে, তারা বলে (মনে করে), নির্দিষ্ট কিছুদিন ছাড়া আগুন (জাহান্নাম) আমাদের স্পর্শ করবে না (কারণ আমরা তো পরিপূর্ণ কিতাব কুরআনের কিছু অনুসরণ করছি)। বস্তুত তারা যে

কথা বানিয়ে নিয়েছে সেটি তাদেরকে নিজেদের দ্বীন (ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা) সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। (সুরা আলে-ইমরান/৩ : ২৩-২৪)

ব্যাখ্যা : কুরআনে উল্লিখিত আল্লাহর পাঠানো বড়ো কিতাবের সংখ্যা চারটি– তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন। এ চারটি কিতাবের মধ্যে কুরআন হলো পরিপূর্ণ। আগের তিনটি কিতাবে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত না হলেও সকল কিতাবে তিনটি বিষয়ে কোনো পার্থক্য নেই। বিষয় তিনটি হলো– তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ, নবী-রসুল ও পরকাল বিষয়ে সকল কিতাবের মূল বক্তব্য অভিন্ন। ইসলাম পালনের বিধি-বিধান অর্থাৎ শরীয়াতের বিধি-বিধান সম্পর্কে আগের তিনটি কিতাব ও কুরআনের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

আয়াত তিনটিতে যাদেরকে আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে তাদের অবস্থা তথা কুরআন বাদে অন্য কিতাবধারীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ জানিয়েছেন ঐ কিতাবধারীদের যখন তাদের মধ্যকার বিরোধের ফয়সালার জন্য পরিপূর্ণ কিতাব তথা আল কুরআনের ফয়সালার দিকে ডাকা হয় তখন তাদের একদল তা মেনে নেয় এবং এক দল অমান্য করে ও নিজেদের অবস্থানে দৃঢ় থাকে।

এরপর আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– যে দল কুরআনের ফয়সালা অমান্য করে ও নিজেদের অবস্থানে দৃঢ় থাকে তারা মনে করে যে, জাহান্নামের আগুন তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। আর করলেও তা শুধু অল্প কিছুদিনের জন্য হবে। মহান আল্লাহ ২৪ নং আয়াতের শেষে বলেছেন– ঐ ধারণা বিশ্বাস তাদের মনগড়া এবং সেটি তাদের দ্বীন তথা ইসলাম সম্পর্কে একটি চরম ভুল ধারণা।

একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়, ঐ লোকদের ধারণা-বিশ্বাস ছিল– তারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস করে (অর্থাৎ তাদের ঈমান আছে) এবং তারা পরিপূর্ণ ইসলাম তথা কুরআনিক ইসলামের কিছু অনুসরণ করে। তাই কুরআনের দু-একটি বিষয় বা ফয়সালা না মানলে তাদের জাহান্নামে যেতে হবে না। আর যেতে হলেও তা চিরস্থায়ী হবে না। অল্প কিছু দিন শাস্তি ভোগ করে তারা ঈমান এবং কৃত কিছু নেক আমলের দরুন চিরকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে।

কুরআনের ফয়সালা না মানা কবীরা গুনাহ। তাই আল্লাহ আয়াত দুটির মাধ্যমে সকল মুসলিমদের জানিয়ে দিয়েছেন– মু'মিন কবীরা গুনাহসহ

মৃত্যুবরণ করলে কিছু দিন জাহান্নামে ভোগ করে চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে এ তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃত তথ্য হচ্ছে একটি মাত্র কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করলেও মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

তথ্য-২

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۚ قُلْ أَاتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

আর তারা বলে– জাহান্নামের আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না, গণনাযোগ্য কয়েকটি দিন ছাড়া। বলো– তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়েছ? অথচ আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছ, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই? বস্তুত যারা গুনাহ করবে এবং তাদের গুনাহ দিয়ে জড়িয়ে থাকবে তারা জাহান্নামী হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৮০, ৮১)

ব্যাখ্যা : ১ নং তথ্যের আয়াত দুটির মতো আলোচ্য ৮০ নং আয়াতের প্রথমে, একই ধারণা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরকালে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করা সম্পর্কে আহলি কিতাবরা অভিন্ন কথা বলেছে। কিতাবধারীদের ঐ ধরনের ধারণা-বিশ্বাসের উত্তরে আল্লাহ প্রথমে তাদের জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন– তারা ঐ রকম কোনো ওয়াদা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে কি না? নাকি তারা না জেনে একটি ভুল বা মিথ্যা কথা আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিচ্ছে? অর্থাৎ আল্লাহ প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, ঐ রকম কোনো ওয়াদা তাঁর নেই।

আয়াতটির বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করার জন্য পরের আয়াত তথা ৮১ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন– যারা কবীরা গুনাহ করবে এবং সে গুনাহ পরিবেষ্টিত থেকে মৃত্যুবরণ করবে অর্থাৎ মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় আগে তাওবা করে ঐ গুনাহ মাফ করিয়ে না দিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের জাহান্নামে যেতে হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

কেউ কেউ বলে থাকেন– আল কুরআনের এ দুটি তথ্যের বক্তব্য অন্য নবীর উম্মতের জন্য প্রযোজ্য, শেষ নবীর উম্মতের জন্য প্রযোজ্য নয়। এ ব্যাখ্যা সত্য বলে ধরে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে– মহান আল্লাহর বিচারের নীতিমালা ইনসাফভিত্তিক নয় (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ, তিনি শুধু জন্মের সময়ের ভিন্নতার

কারণে একই ধরনের অপরাধের জন্য মানুষকে অপরিসীম পার্থক্য সংবলিত শাস্তি দেবেন। প্রথম নবী (আদম আ.) থেকে শেষ নবী (মুহাম্মাদ স.) পর্যন্ত ইসলামের মূলনীতি যে অভিন্ন তা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

এটি (ইসলাম) স্থায়ী জীবনব্যবস্থা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।
(সুরা রুম/৩০ : ৩০)

ব্যাখ্যা : ইসলাম একটি স্থায়ী জীবনব্যবস্থা কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ইসলামের মূলনীতি সকল যুগের মানুষের জন্য অভিন্ন। জাহান্নামের অবস্থানের মেয়াদ স্থায়ী না অস্থায়ী এটি ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا .

এটাই আল্লাহর রীতি আগে থেকে চলে আসছে। আর তুমি আল্লাহর রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না। (সুরা আল ফাতহ/৪৮ : ২৩)

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا.

আমাদের রসুলদের মধ্যে তোমার আগে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল, আর তুমি আমাদের নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না। (সুরা বনী ইসরাইল/১৭ : ৭৭)

তথ্য-৩

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ط أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ.

যার ওপর দণ্ডাদেশ যৌক্তিক (অবধারিত) হয়েছে (তাকে কে বাঁচাতে পারে)? তুমি (মুহাম্মাদ স.) কি রক্ষা করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে যে জাহান্নামে আছে? (সুরা আয যুমার/৩৯ : ১৯)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'যার ওপর দণ্ডাদেশ যৌক্তিক (অবধারিত) হয়েছে (তাকে কে বাঁচাতে পারে?'

অংশের ব্যাখ্যা : আয়াতটির এ অংশে প্রশ্ন করার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– যে ব্যক্তির জন্য শাস্তি যৌক্তিক বা অবধারিত হয়েছে তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, তাঁর জানিয়ে দেওয়া বিধি-বিধান বা নীতিমালা অনুযায়ী যার জন্য শাস্তি যৌক্তিক বা অবধারিত হয়েছে তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া সে নীতিমালা হলো– যে মু'মিন একটিও কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করবে তাকে চিরকাল জাহান্নামে

থাকতে হবে। আর যে মু'মিন কৃত কবীরা গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে তিনি তাকে প্রথম থেকেই চিরকালের জন্য জান্নাত দিয়ে দেবেন।

'তুমি (রসুল মুহাম্মাদ স.) কি রক্ষা করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে যে জাহান্নামে আছে?' অংশের ব্যাখ্যা : আয়াতটির এ অংশে আবার রসুল স.-কে প্রশ্ন করার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– যাকে তিনি বিচার করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে রসুল স.-ও শাফায়াত বা অন্য কোনো উপায়ে উদ্ধার করতে পারবেন না। রসুল স. অবশ্যই কোনো কাফিরের জন্য শাফায়াত করবেন না। আর রসুল স. যাকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না, তাকে অন্য কোনো মানুষের উদ্ধার করতে পারার প্রশ্নই আসে না। তাই আয়াতের এ অংশেরও শিক্ষা হলো– পরকালে বিচার করে আল্লাহ যে মু'মিনকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবেন তাকে চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো– 'যার ওপর দণ্ডাদেশ যৌক্তিক (অবধারিত) হয়েছে (তাকে কে বাঁচাতে পারে)?' কথাটি বলেই আল্লাহ তা'য়ালা আয়াতটি শেষ করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা আয়াতটি শেষ করেছেন 'তুমি (মুহাম্মাদ স.) কি রক্ষা করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে যে জাহান্নামে আছে?' কথাটির মাধ্যমে। এর কারণ হলো– শুধু প্রথম অংশ বলে আয়াতটি শেষ হলে ব্যাখ্যার সুযোগ থাকতো যে, যাদের ওপর দণ্ডাদেশ যৌক্তিক (অবধারিত) হয়েছে তাদেরকে অন্যকেউ বাঁচাতে পারবে না কিন্তু রসুল স. শাফায়াত বা অন্যকোনো উপায়ে বাঁচাতে পারবে। এ ধরনের ব্যাখ্যর সুযোগ বন্ধ করার জন্য আয়াতটিতে পরের অংশ যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ জাহান্নামে যাওয়া মু'মিনদের সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে– পরকালে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে এসে জান্নাতে যাওয়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটবে না। অন্যকথায় জাহান্নামে যাওয়া মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

৭. আমল মাপার বক্তব্যসংবলিত আয়াতের ভিত্তিতে মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ . فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ .

مَوَازِيْن , ثَقُلَتْ ও خَفَّتْ শব্দ তিনটি অপরিবর্তিত রেখে অর্থ : অতঃপর যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নেবে না। অতঃপর যাদের (যে মু'মিনদের) مَوَازِيْن হবে ثَقُلَتْ তারা সফলকাম হবে। আর যাদের مَوَازِيْن হবে خَفَّتْ তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে।

(সুরা মু'মিনুন/২৩ : ১০১-১০৩)

ব্যাখ্যা : আয়াত তিনটির মাধ্যমে আমল মাপার পদ্ধতির ভিত্তিতে মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

مَوَازِيْن শব্দের প্রধান দুটি অর্থ হলো–

১. মাপযন্ত্র (দাঁড়িপাল্লা বা অন্য মাপযন্ত্র)।
২. আল্লাহর কাছে যে জিনিসের মূল্য আছে সে জিনিস তথা নেক আমল (সাওয়াব)।

ثَقُلَتْ শব্দের প্রধান দুটি অর্থ হলো–

১. ভারী।
২. বেশি।

خَفَّتْ শব্দের প্রধান দুটি অর্থ হলো–

১. হালকা।
২. কম। শূন্য কমের একটি ধরণ।

আয়াতটির শেষে বলা হয়েছে– আর যাদের مَوَازِيْن হবে خَفَّتْ, তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। আমল মাপের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন মু'মিনের চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার কারণ মাত্র দুটি হতে পারে–

১. সে জীবনে কোনো নেক আমল করেনি।
২. মাপের পদ্ধতি অনুযায়ী তার আমলনামায় থাকা সাওয়াবের (নেক আমল) যোগফল শূন্য হয়ে গেছে।

মু'মিনের চিরকাল জাহান্নামে থাকার কারণ ১ নং বিষয়টি হতে পারে না। তাই সে কারণ হবে ২ নং বিষয়টি। অর্থাৎ মাপের পদ্ধতি অনুযায়ী তার

আমলনামায় থাকা সাওয়াবের (নেক আমল) যোগফল শূন্য হয়ে গেছে। কুরআন, হাদীস ও আকল অনুযায়ী আমল মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। আর গুরুত্বের ভিত্তিতে আমল মাপের নীতি হলো– একটি কবীরা গুনাহ (মৌলিক ভুল) আমলনামায় থাকলে সকল নেক আমল শূন্য হয়ে যাবে। মাপের পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১৮) নামক বইটিতে।

আলোচ্য আয়াত তিনটির সঠিক অনুবাদ : অতঃপর যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নেবে না। অতঃপর যাদের (যে মু'মিনদের) নেকীর পরিমাণ বেশি হবে তারা সফলকাম হবে। আর যাদের নেকীর পরিমাণ শূন্য হবে, তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে।

৮. রসুল স.-এর অভিযোগসংবলিত আয়াতের ভিত্তিতে মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ

রসুল স.-এর আল্লাহর কাছে করা অভিযোগের (বিপরীত শাফায়াত) শিক্ষা ধারণকারী আয়াত

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . وَيَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا . لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا . وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا .

(২৭) আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দুহাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে– হায়! আমি যদি রসুলের সাথে সঠিক পথ অবলম্বন করতাম। (২৮) হায়! দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। (২৯) অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর। আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী। (৩০) আর রসুল বলবেন– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল। (সুরা আল ফুরকান/২৫ : ২৭-৩০)

আয়াতভিত্তিক ব্যাখ্যা

২৭ নং আয়াতের (আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দুহাত কামড়াতে থাকবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি রসুলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম) ব্যাখ্যা : আল কুরআনের বহু স্থানে কাফির ও কবীরা গুনাহগার মু'মিনকে জালিম বলা

হয়েছে। তাই আয়াতটি থেকে জানা যায়– কিয়ামতের দিন কাফির ও মু'মিন উভয় বিভাগের জালিমরা দুঃখ করে বলবে তারা রসুল স.-এর বলা জীবন চলার সঠিক পথ তথা কুরআনের পথ অবলম্বন না করে মারত্মক ভুল করেছে।

২৮ নং আয়াতের (হায়! দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম) ব্যাখ্যা : উভয় বিভাগের জালিমরা বলবে– ইবলিস ও তার দোসরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করায় তাদের এ করুণ অবস্থা হয়েছে।

২৯ নং আয়াতের (অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌছাবার পর)-এ অংশের ব্যাখ্যা : জালিমরা বলবে, শয়তান তাদেরকে কুরআন বিরোধী পথে নিয়েছিল কুরআন তাদের কাছে পৌছার পর। অর্থাৎ তারা কুরআন জানতো।

২৯ নং আয়াতের (আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী)-এ অংশের ব্যাখ্যা : শয়তান সবচেয়ে বেশি কাজ করে মানুষকে কুরআনের জ্ঞানার্জন ও আমল থেকে দূরে সরানোর জন্য।

৩০ নং আয়াতের (আর রসুল বলবেন– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল) ব্যাখ্যা : কিয়ামতের দিন রসুল স. তার উম্মতের কাফির ও মু'মিন উভয় বিভাগের জালিমদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবেন যে– তারা কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল। কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরার একটি দিক হলো জানার পরও কুরআনের বক্তব্যকে গুরুত্ব না দেওয়া।

ইতোমধ্যে আমরা দেখছি যে, কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে– জাহান্নামের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী। অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে বের হয়ে এসে জান্নাতে যাওয়ার মতো কোনো ঘটনা পরকালে ঘটবে না। তাই ঈমান থাকলে কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে জান্নাত পাওয়া যাবে ধারণায় বিশ্বাস করা ব্যক্তিরা অবশ্যই কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরা ব্যক্তি।

আয়াতগুলোর ভিত্তিতে তাই বলা যায়– কিয়ামতের দিন আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনদের বিরুদ্ধে রসুল স. আল্লাহর কাছে অভিযোগ তথা মামলা দায়ের করবেন। রসুল স. যাদের বিরুদ্ধে মামলা করবেন তাদেরকে অবশ্যই জাহান্নামে যেতে হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

♦♦ তাহলে দেখা যায়– মু'মিনের পরকালে জাহান্নামে থাকার মেয়াদের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– একটিমাত্র কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে চিরকালের জন্য জান্নাত পাওয়ার মতো কোনো ঘটনা পরকালে ঘটবে না।

হাদীসের সনদ ও মতন
উভয়টি বিচার বিশ্লেষণ করে
সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী যুগোপযোগী ব্যাখ্যাসহ

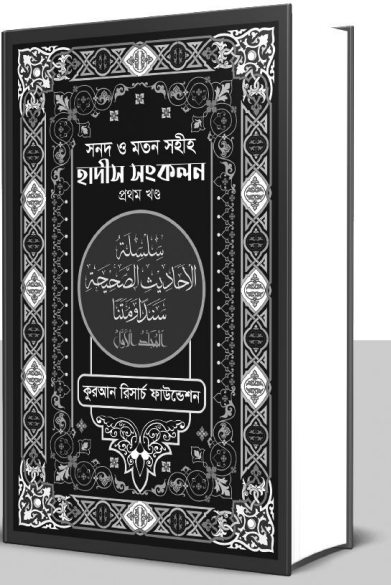

সনদ ও মতন সহীহ
ছাদীস সংকলন
প্রথম খণ্ড

কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

রসুল স. বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের অনেক হাদীসের মাধ্যমে কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ জানিয়ে দিয়েছেন। হাদীসসমূহের শিরোনাম–

১. গরগরার আগে তাওবা না করলে কবীরাগুনাহ মাফ না হওয়া বর্ণনাসংবলিত হাদীস।
২. আমল ছাড়া ঈমানের মূল্য না থাকা বর্ণনাসংবলিত হাদীস।
৩. আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না বা তাদের জন্য জান্নাত হারাম হওয়া বর্ণনাসংবলিত হাদীস।
৪. জান্নাত পেতে হলে আমলনামা শিরক ও অন্য কবীরা গুনাহমুক্ত থাকার বর্ণনাসংবলিত হাদীস।
৫. জান্নাত বা জাহান্নামে যাওয়া মু'মিনদের চিরকাল সেখানে থাকার বর্ণনাসংবলিত হাদীস।
৬. জান্নাত বা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসার মতো ঘটনা পরকালে না ঘটার বর্ণনাসংবলিত হাদীস।

আমরা উল্লিখিত শিরোনামে থাকা হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করব–

১. গরগরার আগে তাওবা না করলে কবীরাগুনাহ মাফ না হওয়া বর্ণনাসংবলিত হাদীসের ভিত্তিতে মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ

হাদীস-১

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي وَاللَّهِ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সুআইদ ইবন সা'ঈদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুল স. বলেন, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেছেন– আমার প্রতি বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি তার সাথে আছি। সে যেখানেই আমাকে স্মরণ করে আমি তার সাথে আছি। আল্লাহর কসম, শূন্য মাঠে তোমাদের কেউ হারানো (সাওয়ারী) প্রাণী পাওয়ার পর যেরূপ আনন্দিত হয়, আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার তাওবার কারণে এর চেয়ে বেশি আনন্দিত হন। যদি কেউ এক বিঘত সমান আমার দিকে অগ্রসর হয়, তাহলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যদি কেউ এক হাত সমান আমার দিকে অগ্রসর হয়, তাহলে আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। যদি কেউ আমার দিকে পায়ে হেঁটে আসে, তবে আমি তার দিকে দৌড়ে আসি।

- মুসলিম, *আস সহীহ*, হাদীস নং- ৭১২৮
- হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে সহজে জানা যায়– আল্লাহ মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য উদগ্রীব নন। মাফ করার জন্য উদগ্রীব। অর্থাৎ আল্লাহ চান, বান্দা তাওবা করে সৎভাবে জীবন পরিচালনার মাধ্যমে পৃথিবীকে শান্তিময় করুক। তবে তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় আছে। পরের দুটি হাদীসের মাধ্যমে রসুল স. সেটি জানিয়ে দিয়েছেন।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ..... عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা.-এর বর্ণনা সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ ইবন্ উমার রা. থেকে বর্ণিত, রসুল স. বলেছেন– নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার তাওবা কবুল করেন 'গরগরা' আসার আগ পর্যন্ত।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৮৮০
- হাদীসটির সনদ (হাসান) এবং মতন সহীহ।

প্রচলিত ব্যাখ্যা : প্রচলিত সকল হাদীসগ্রন্থে হাদীসটির 'গরগরা আসার আগ পর্যন্ত' কথাটির অর্থ ধরা হয়েছে মৃত্যু ঘটার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। আর হাদীসটির এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম জানে, বিশ্বাস করে এবং মানে

যে– মৃত্যু হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাওবা কবুল হয়। কিন্তু এ ব্যাখ্যা মোটেই সঠিক নয়। এ ব্যাখ্যা মুসলিম জাতিকে তাদের জীবনব্যবস্থার অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ ভুল দিকে নিয়ে গিয়েছে। আর এর কারণে ব্যক্তি ও জাতির যে ক্ষতি হয়েছে তা কল্পনা করাও অসম্ভব।

প্রকৃত ব্যাখ্যা : চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো মৃত্যুর আগে মানুষের জ্ঞান যখন অর্ধেক বা পুরো লোপ পায় (Semi coma or Coma) তখন গলায় লালা জমে যায়। তাই নিঃশ্বাস আসা যাওয়ার সময় গলায় গরগরা শব্দ হয়। গলায় এ শব্দ আসার পর মানুষ অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে। এমনকি গলায় গরগরা শব্দের পর মেশিনের সাহায্যে মানুষকে কয়েক বছর বাঁচিয়ে রাখাও যেতে পারে। কিন্তু গলায় গরগরা শব্দ আসার পর, ভালো বা খারাপ কোনো কাজ করার মতো জ্ঞান, বুদ্ধি বা শক্তি মানুষের থাকে না।

তাই হাদীসটির 'নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার তাওবা কবুল করেন গরগরা আসার আগ পর্যন্ত' কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে– তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় হলো মৃত্যু আসা বা ঘটার আগের সেসময় যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এমন পরিমাণ আছে যে, সে চাইলে সামনে আসা একটি গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ . . . . . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ.

আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবদুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– আবূ হুরাইরা রা. বলেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হওয়ার আগে তাওবা করে মহান আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।

- আহমাদ, *আল মুসনাদ*, হাদীস নং-৯১১৯
- হাদীসটির সনদ (হাসান) এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হওয়ার আগে কথাটির অর্থ– কিয়ামত হওয়ার আগে। আর কিয়ামত অর্থ– নির্ঘাত মৃত্যু। তাই হাদীসটির বক্তব্য হলো তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা করতে হবে মৃত্যু আসার যুক্তিসংগত সময় আগে। অর্থাৎ গরগরা আসার আগে।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটির শিক্ষা হলো– কবীরা গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ করাতে হলে সে তাওবা করতে হবে মৃত্যু আসা বা ঘটার আগে গুনাহ করার মতো জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি থাকা অবস্থায়। তাই হাদীস তিনটির ভিত্তিতে বলা যায়– মৃত্যুর পর কবীরা গুনাহ আর মাফ হবে না। অতএব পরকালে আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

২. আমল ছাড়া ঈমানের মূল্য না থাকা বর্ণনাসংবলিত হাদীসের ভিত্তিতে মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ

হাদীস-১

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مِنْ عَلاَمَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلاَثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বকর ইবন ইসহাক রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বর্ণিত। রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখলে খিয়ানাত করে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২২১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَبُو زُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ

الْعَلاَءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى

وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ.

ইমাম মুসলিম রহ. আগের হাদীসে উল্লিখিত আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের উকবা ইবন মুকরাম রহ. থেকে শুনে তিনি তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেন– মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি (এরপর ১ নং হাদীসটির বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্য, অতঃপর) যদিও সে সওম পালন করে এবং সালাত আদায় করে এবং মনে করে যে, সে মুসলিম।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২২১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ..... عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا قَالَ : لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে বর্ণনা করা হয়েছে– আনাস রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. এ কথা ছাড়া কখনও খুতবা দিতেন না যে, খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দ্বীন নেই।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৩২২২।
- হাদীসটির সনদ হাসান।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, আমানাতের খিয়ানাত করা কবীরা গুনাহ। হাদীস তিনটিতে এ কবীরা গুনাহসমূহ করা ব্যক্তিকে মুনাফিক, ঈমান না থাকা ব্যক্তি বা দ্বীনহীন ব্যক্তি বলা হয়েছে। তাই হাদীস তিনটি অনুযায়ী কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে অবশ্যই মুক্তি পাবে না। অর্থাৎ তাদের চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

৩. আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না বা তাদের জন্য জান্নাত হারাম বর্ণনাসংবলিত হাদীসের ভিত্তিতে মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ

হাদীস-১

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন আইছুব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশি নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১৮১
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ..... عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ

ইমাম ইবন মাজাহ রহ. আবূ দারদা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হিশাম ইবন আম্মার রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– মদখোর ব্যক্তি কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৫০১
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ..... فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

ইমাম বুখারী রহ. হুযাইফা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবূ নুআইম রহ. থেকে শুনে তিনি তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– গীবতকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬০৫৬
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ..... جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

ইমাম বুখারী রহ. যুবাইর ইবন মুত'ঈম রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন বুকাইরি রহ. থেকে শুনে তিনি তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– যুবাইর ইবন মুত'ঈম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৯৮৪
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৫

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ... ... ... عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلاَ الْجَعْظَرِيُّ. قَالَ وَالْجَوَّاظُ الْغَلِيظُ الْفَظُّ .

ইমাম আবূ দাউদ রহ. হারিসা ইবনু ওয়াহব রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বাকর ও উসমান ইবন শায়বা রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– হারিসা ইবনু ওয়াহব রা. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– জাওয়ায ও জা'যারি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি বলেন, জাওয়ায অর্থ অসভ্য (ধোঁকাবাজ, কৃপণ, বেহুদা বাক্যালাপকারী, বিদ্রোহী, অহংকার এবং অসৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিগণ) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৪৮০৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৬

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... ... عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ أَكْثَرُ الأُمَمِ مَمْلُوكِينَ وَيَتَامَى قَالَ نَعَمْ فَأَكْرِمُوهُمْ كَكَرَامَةِ أَوْلاَدِكُمْ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ. قَالُوا فَمَا يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا قَالَ فَرَسٌ تَرْتَبِطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَمْلُوكُكَ يَكْفِيكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ.

ইমাম ইবন মাজাহ রহ. আবূ বাক্‌র সিদ্দীক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবূ বাকর ইবন আবী শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ বাক্‌র সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি কি আমাদের জানিয়ে দেননি যে, এ উম্মাতের অধিকাংশ হবে গোলাম ও ইয়াতীম? তিনি বলেন– হ্যাঁ, অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানের মতো তাদের সাথে ব্যবহার করো এবং তোমরা যা আহার করো তা তাদেরকে আহার করাও। সাহাবীগণ বলেন, দুনিয়াতে কোন জিনিস আমাদের উপকারে আসবে? তিনি বলেন– আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে তুমি যে ঘোড়া

প্রতিপালন করো এবং যে গোলাম তোমার দায়িত্ব পালন করে। সে যদি সালাত পড়ে, তবে সে তোমার ভাই।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৮২২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৭

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ..... عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ بَخِيلٌ

ইমাম তিরমিযী রহ. আবূ বাকর সিদ্দীক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আহমাদ ইবন মুনী' রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ বকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– প্রতারক-ধোঁকাবাজ, কৃপণ ও উপকার করে তার খোঁটা দানকারী জান্নাতে যেতে পারবে না।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২০৯০
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৮

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ..... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা.-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেছেন– যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক। এটিও কি অহংকার? রসুল স. বললেন– 'আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।'

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২৭৫
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৯

حَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ..... فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ ওয়ায়িল রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি শায়বান ইবন ফাররুখ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ ওয়ায়িল রহ. থেকে বর্ণিত, হুযাইফাহ্ রা.-এর কাছে খবর পৌঁছল যে, এক ব্যক্তি চোগলখোরী করে বেড়ায়। তিনি বললেন, আমি রসুলুল্লাহ্ স.-কে বলতে শুনেছি, কোনো চোগলখোরই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩০৩
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১০

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ وَلاَ خِبٌّ وَلاَ خَائِنٌ.

আবূ বকর সিদ্দীক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ বকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– কৃপণ, খিয়ানতকারী ও অঙ্গভঙ্গি দিয়ে চলাচলকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৪
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১১

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ..... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ

ইমাম নাসাঈ রহ. আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ ইব্ন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেছেন– উপকার করে খোঁটা দানকারী আর মাতা-পিতার অবাধ্যতাকারী এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- নাসাঈ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৫৬৯০
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১২

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِى يُقِرُّ فِى أَهْلِهِ الْخُبْثَ .

আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– তিন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন– মদপানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি ও দাইয়ুস যে তার পরিবারের মধ্যে অসভ্যতা ও অন্যায় কাজ বিস্তার করে।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬১১৩
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১৩

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ..... عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِى غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. সাওবান রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি সুলাইমান ইবন হারব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– যদি কোনো মহিলা অহেতুক তার স্বামীর কাছে তালাক চায়, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম হয়ে যায়।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২২২৮
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১৪

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ ..... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

ইমাম আবূ দাউদ রহ. আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ তাওবাহ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– শেষ যুগে এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা কবুতরের গলায় থলের মতো কালো রঙের খেযাব লাগাবে। তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৪২১৪
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১৫

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ..... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ.

ইমাম *ইবন মাজাহ রহ. আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– যে ব্যক্তি নিজের পিতা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে পিতা দাবি করবে সে কখনও জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুগন্ধ পাঁচশত বছরের রাস্তার সমান দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৭০৯
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১৬

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ..... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

ইমাম ইবন মাজাহ রহ. আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা.-এর বর্ণনা সনদের পঞ্চম ব্যক্তি আবূ কুরাইব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে তথা জিম্মিকে হত্যা করল সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৭৮৮
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১৭

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ..... حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا

سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً ، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ ، إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ .

ইমাম বুখারী রহ. হাসান আল-বাসরী রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি আবূ নুআইম রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– হাসান বাস্‌রী রহ. থেকে বর্ণিত, 'উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌নু যিয়াদ রহ. মাকিল ইব্‌নু ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল রা. তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করছি যা আমি নবী স. থেকে শুনেছি। আমি নবী স. থেকে শুনেছি যে, কোনো বান্দাকে যদি আল্লাহ্ জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণ কামনার সঙ্গে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭১৫০
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত ১৭টি হাদীসসহ আরো হাদীসে রসুল স. মানুষের অনিষ্ট করা, মদ খাওয়া, গীবত, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, ধোঁকাবাজী, কৃপণতা, বেহুদা বাক্যালাপ, অহংকার, অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহার করা, প্রতারণা, উপকার করে খোটা দেওয়া, চোগলখোরী, খিয়ানত করা, মাতা-পিতার অবাধ্যতা, কোনো কিছু আত্মসাৎ করা, আত্মহত্যা ইত্যাদি বহু কবীরা গুনাহর নাম উল্লেখ করেছেন। তারপর ঐ কবীরা গুনাহকারীদের পরিণাম সম্পর্কে তিন ধরনের কথা বলেছেন–

১. তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।
২. তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।
৩. তাদের জন্য জান্নাত হারাম।

কথা তিনটির শব্দ ভিন্ন হলেও শিক্ষা অভিন্ন। তাই সহজে বলা যায়, হাদীসসমূহের মাধ্যমে রসুল স. সাধারণভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– পরকালে আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনরা জান্নাত পাবে না। অর্থাৎ রসুল স. বহু হাদীসের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– পরকালে আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনদের চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

৪. জান্নাত পেতে হলে আমলনামা শিরক ও অন্য কবীরা গুনাহ মুক্ত থাকতে হবে বর্ণনাসংবলিত হাদীসের ভিত্তিতে মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ

حَدَّثَنَا مُسَدَّد ..... أَنَسًا قَالَ ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قَالَ أَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ: لاَ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا.

ইমাম বুখারী রহ. আনাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুসাদ্দাদ থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস রা. বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে– নবী স. মু'আয রা.-কে বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনোরূপ শিরক না করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মু'আয রা. বললেন, 'আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দেবো না?' তিনি বললেন– না, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, তারা এর ওপরই ভরসা করে বসে থাকবে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১২৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী জান্নাত পেতে হলে পরকালে আমলনামা শুধু শিরকমুক্ত থাকলে চলবে না, অন্য কবীরা গুনাহও মুক্ত থাকতে হবে। তাই হাদীসটির শিক্ষা হলো– শিরক ও অন্য কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না।

৫. জান্নাত বা জাহান্নামে যাওয়া মু'মিনদের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ তথ্যসংবলিত হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ كُلٌّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি যুহাইর ইবন হারব রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– নাফে রা. থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন একজন ঘোষক উভয়ের প্রতি ঘোষণা করবেন– হে জাহান্নামবাসী! তোমাদের আর কখনো মৃত্যু হবে না। হে জান্নাতবাসী! তোমাদেরও আর মৃত্যু হবে না। যে যেখানে আছ চিরদিন সেখানে থাকবে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭৩৬২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ. وَلِأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি আবূল ইয়ামান রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– (মানুষকে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর) ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাতবাসী! চিরদিন থাকো মৃত্যুহীনভাবে। হে জাহান্নামবাসী! চিরদিন থাকো মৃত্যুহীনভাবে।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬১৭৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الطبراني ... ... عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ واعْمَلُوا أن الْمَرَءَ إِلَى الْجَنَّةِ أَوْ إِلَى النَّارِ وَخُلُوْدٌ لَا مَوْت وَاَقَامَةٌ لَا ظَعَنُ فِيْ أَجْسَادٍ لَا تَمُوْتَ.

ইমাম তাবারানী রহ. মুআজ ইবন জাবাল রা.-এর বর্ণনা সনদের পঞ্চম ব্যক্তি আহমাদ রহ. থেকে শুনে তার 'আল মুজাম' গ্রন্থে লিখেছেন– মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, রসুল স. তাঁকে ইয়েমেনে প্রেরণ করলে তিনি সেখানে পৌঁছে জনতাকে বলেন– হে লোকেরা! আমি তোমাদের কাছে রসুল স.-এর দূত হিসেবে এসেছি। তিনি তোমাদের এ খবর জানাতে বলেছেন যে, সকলকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। গন্তব্যস্থান হবে জান্নাত বা জাহান্নাম। উভয়টিতে অবস্থান হবে চিরস্থায়ী। মৃত্যু নেই সেখানে। নেই স্থানান্তর। সেখানকার অবস্থান হবে দৈহিক ও মৃত্যুহীন।

- ♦ ত্বাবারানী, *আল মুজাম*, হাদীস নং- ১৬৫১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

(হাদীস তিনটি তাফসীরে মাযহারীতে সুরা হুদের ১০৫-১০৭ নম্বর আয়াতের তাফসীরে ব্যবহার করা হয়েছে।)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : হাদীসসমূহের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– জান্নাত ও জাহান্নামে যাওয়া মু'মিনরা চিরকাল সেখানে থাকবে।

৬. জান্নাত বা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসার মতো ঘটনা পরকালে না ঘটার তথ্যসংবলিত হাদীস

أخرج الإمام الطبراني ... ... عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ قِيلَ لِأَهْلِ النَّارِ: إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ فِي النَّارِ عَدَدَ كُلِّ حَصَاةٍ فِي الدُّنْيَا لَفَرِحُوا بِهَا، وَلَوْ قِيلَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ فِي الْجَنَّةِ عَدَدَ كُلِّ حَصَاةٍ فِي الدُّنْيَا لَحَزِنُوا، وَلَكِنْ جُعِلَ لَهُمُ الْأَبَدُ.

ইমাম আত-তাবারানী রহ. আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইসহাক ইবন খালাওয়াইহিল ওয়াসিতিছ্যু রহ. থেকে শুনে তার 'আল-মু'জামুল কাবীর' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– জাহান্নামবাসীদের যদি বলা হয়, দুনিয়ার সকল পাথরের সমপরিমাণ সময় তোমরা জাহান্নামে থাকবে তবে তারা অবশ্যই খুশি হবে। আবার জান্নাতবাসীদের যদি বলা হয় দুনিয়ার সকল পাথরের সমপরিমাণ সময় তোমরা জান্নাতে থাকবে তবে তারা অবশ্যই দুঃখিত হবে। কিন্তু তাদের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী।

- তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হাদীস নং- ১০৩৮৪। আল-জামিউস সগীর (সুয়ূতী রহ. রচিত) এবং মাজমা'উয্ যাওয়ায়েদ (হাইছামী রহ. রচিত) গ্রন্থেও হাদীসটি উল্লিখিত আছে।
- হাদীসটির মতন কুরআন ও আকলের সাথে সংগতিশীল।

(তাফসীরে মাযহারীতে সুরা হুদের ১০৫-১০৭ নং আয়াতের তাফসীরে হাদীসটি ব্যবহার করা হয়েছে।)

মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে চালু হওয়া ভুল ধারণার উৎসসমূহ ও তার পর্যালোচনা

কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার পেছনে মূল ভূমিকা রেখেছে নিম্নের বিষয়গুলো–

১. দুনিয়ার বিচারের শাস্তির ধরন।
২. আল কুরআনের কিছু আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা।
৩. কিছু প্রচলিত সহীহ হাদীস।

চলুন এখন ঐ বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা যাক–

মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদের বিষয়ে দুনিয়ার বিচারের শাস্তির ধরন থেকে অগ্রহণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য শিক্ষা

অগ্রহণযোগ্য শিক্ষা

দুনিয়ার বিচারে দেখা যায় অপরাধের জন্য মানুষের মেয়াদী তথা কয়েক দিন, মাস বা বছরের শাস্তি হয়। এখান থেকে ধারণা করা হয়েছে যে– পরকালেও আল্লাহ গুনাহের জন্য মেয়াদী শাস্তি দেবেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ মু'মিন ব্যক্তিকে কৃত গুনাহের জন্য কিছুকালের জাহান্নামের শাস্তি দিয়ে কৃত নেকীর (সৎকাজ) জন্য চিরকালের জান্নাত দিয়ে দেবেন।

গ্রহণযোগ্য শিক্ষা

ইসলামে দুনিয়ার বিচারে ছোটো অপরাধের জন্য মেয়াদী শাস্তি আছে এবং বড়ো অপরাধের জন্য স্থায়ী শাস্তি আছে। যেমন– চুরির জন্য হাত কাটা, হত্যার বদলে হত্যা, জেনার জন্য সংগেসার। তাই পরকালেও মু'মিনের স্থায়ী শাস্তি থাকা যৌক্তিক। পরকালে মহান আল্লাহ শুধু বড়ো অপরাধ তথা কবীরা গুনাহের জন্য স্থায়ী শাস্তি (চিরকালের জন্য জাহান্নাম) দেবেন। আর অন্য সকল গুনাহ শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ করে দিয়ে প্রথম থেকেই মু'মিনকে জান্নাতের পুরস্কার দেবেন।

যেসকল আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে ভুল ধারণা চালু হওয়ার পেছনে অনেক ভূমিকা রেখেছে

আল কুরআনের কিছু আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিনদের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে মুসলিম সমাজে ভুল ধারণা সৃষ্টি ও চালু হওয়ার পেছনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। আমরা এখন সে আয়াতগুলো পর্যালোচনা করব। এ পর্যালোচনার সময় কুরআন ব্যাখ্যার **১** নং নীতিকে (আল কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী কথা নেই) সর্বক্ষণ সামনে রাখতে হবে।

অসতর্ক ব্যাখ্যা-১

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করে থাকলে সেও তা দেখতে পাবে।

(সুরা যিলযাল/ ৯৯ : ৭-৮)

অতীতের ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্ত : অতীতে এ আয়াত দুটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে– দুনিয়ায় কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ (নেক আমল) করে থাকলে পরকালে পুরস্কার পাওয়ার মাধ্যমে সে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ (গুনাহ) করে থাকলেও শাস্তি পাওয়ার মাধ্যমে সে তা দেখতে পাবে। এ ব্যাখ্যা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে– পরকালে কোনো মু'মিন ব্যক্তির আমলনামায় কিছু নেক আমল এবং কিছু গুনাহ থাকলে, গুনাহর জন্য তাকে প্রথমে কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে তারপর নেক আমলের জন্য সে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে। আয়াত দুটির এ ব্যাখ্যা বর্তমান মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে। এ আয়াতকে মু'মিন ব্যক্তির চিরকাল জাহান্নামে না থাকার পক্ষে আল কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ধরা হয়েছে।

আয়াতটির অতীতের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণসমূহ

কারণ-১ : আয়াত দুটিতে পুরস্কার বা শাস্তির কোনো কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে বিন্দু পরিমাণ নেকী বা গুনাহ দেখানোর কথা। তাই এ আয়াত দুটি থেকে পরকালে মু'মিনের জাহান্নামে বা জান্নাত ভোগের মেয়াদ বের করার কোনো সুযোগ নেই।

কারণ-২ : আল কুরআনের অনেক স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী তথ্য হওয়া। কারণ, সেখানে বলা হয়েছে– একটিমাত্র কবীরা গুনাহসহ

মৃত্যুবরণকারী মুমিনকেও চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। আর অন্য গুনাহ নিয়ে মৃত্যুবরণকারী মুমিন প্রথম থেকেই জান্নাত পেয়ে যাবে।

কারণ-৩ : এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হলে সকল মুমিনকেই কিছুকালের জন্য জাহান্নাম খাটতে হবে। কারণ, পৃথিবীতে এমন কোনো মু'মিন নেই যে, জীবনে কোনো গুনাহ করেনি।

অতীতে ঐ ব্যাখ্যা করার কারণ : অতীতে আয়াত দুটির ঐ ধরনের ব্যাখ্যা হওয়ার কারণ হলো– ভিডিও রেকর্ডিং সম্পর্কে ধারণা না থাকা। ভিডিও রেকর্ডিং আবিষ্কার হওয়ার আগে একটি আমল (কাজ) ভিডিও রেকর্ড করে রেখে পরে আবার দেখানো যায় এটি মানুষের পক্ষে বুঝা সম্ভব ছিল না। তাই অতীতের মনীষীগণ পূর্বোল্লিখিত ব্যাখ্যা করেছেন। এটি ব্যক্তির দুর্বলতা নয়, সভ্যতার দুর্বলতা।

আয়াত দুটির প্রকৃত ব্যাখ্যা : মানুষের চব্বিশ ঘণ্টার ছোটো-বড়ো সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহর কর্মচারীরা (ফেরেশতা) ভিডিও বা আরও উন্নতমানের যন্ত্র দিয়ে রেকর্ড করে রাখছেন। শেষ বিচারের দিন, বিচারের ব্যাপারে মানুষের মনে যাতে কোনো সন্দেহ না থাকে সে জন্য ঐ ভিডিও রেকর্ড (VIDEO CLIPS) তথ্য-প্রমাণ হিসেবে দেখানো হবে। ঐ ভিডিও রেকর্ডে মানুষ তার কৃত বিন্দু পরিমাণের সৎ কাজ যেমন দেখতে পাবে, তেমনই দেখতে পাবে তার কৃত বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজও।

অসতর্ক ব্যাখ্যা-২

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ط إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا ط إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

বলে দাও– হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করেছ তারা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা যুমার/৩৯ : ৫৩)

অসতর্ক ব্যাখ্যা ও তার পর্যালোচনা : আল কুরআনে নিজ আত্মার ওপর জুলুম করা বান্দাদের বুঝাতে আল্লাহ গুনাহগার মু'মিন বান্দাদের বুঝিয়েছেন। কারণ, তারা কোনো গুনাহের কাজ করতে বাধ্য হলে মনে অনুশোচনা বা দুঃখ নিয়ে তথা মনের ওপর জুলুম করে সেগুলো পালন করে। তারা যদি

মহান আল্লাহর কাছে তাওবা করে তাহলে মহান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।[১]

৫৩ নং আয়াতটির ব্যাখ্যা করে কেউ কেউ বলেছেন বা বলেন– আল্লাহ এ আয়াতে প্রথমে গুনাহগার মুমিনদের তাঁর গুনাহ মাফের রহমত থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন এবং পরে তাদের করা সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন বলে জানিয়েছেন। তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়– কবীরা বা ছগীরা যেকোনো ধরনের গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদের পরকালে প্রথমেই মাফ করে দিয়ে আল্লাহ জান্নাতে পাঠিয়ে দেবেন অথবা কিছু দিন জাহান্নাম খাটার পর মাফ করে দিয়ে চিরকালের জন্য জান্নাত দিয়ে দেবেন।

আয়াতের এ ধরনের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না। এর কারণ হলো–

কারণ-১ : পরের আয়াতের বক্তব্য

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ.

আর (এ ক্ষমা পেতে হলে) তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে (পরিপূর্ণরূপে) আত্মসমর্পণ করো তোমাদের কাছে আজাবটি (মৃত্যু) আসার আগে যখন তোমাদের আর সাহায্য করা হবে না।

(সুরা যুমার/৩৯ : ৫৪)

ব্যাখ্যা : এখানে দয়ালু আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– তাঁর ক্ষমা পেতে হলে তাদেরকে মৃত্যুর (যুক্তিসংগত সময়) আগে খালিস নিয়াতে তাওবা করে আমলনামায় থাকা সকল কবীরা গুনাহ মাফ করিয়ে নিয়ে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে ফিরে আসতে হবে।[২] মহান আল্লাহ সবশেষে জানিয়ে দিয়েছেন শাস্তি তথা মৃত্যু এসে গেলে কবীরা গুনাহর ব্যাপারে তাদেরকে আর ছাড় দেওয়া হবে না।

কারণ-২ : অনেক আয়াতের বক্তব্যের বিরোধী হওয়া

প্রচলিত ব্যাখ্যা আল কুরআনের অনেক আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী হয়। সেখানে বলা হয়েছে একটি কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিনকেও চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। আর কবীরা ভিন্ন অন্য গুনাহ নিয়ে

১. বিস্তারিত : ইবন আব্বাস, তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস, খ. ১, পৃ. ৪৭৪; বাগাবী, আবূ মুহাম্মাদ আল-হুসাইন, মা'আলিমুত তানযীল, দারু তায়্যিবা, ১৯৯৭, খ. ৭, পৃ. ১২৫-১২৬

২. ইবন আব্বাস, তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস, খ. ১, পৃ. ৪৭৪; কুরতুবী, আল-জামিউল লি আহকামিল কুরআন, খ. ১৫, পৃ. ২৩৬

মৃত্যুবরণকারী মুমিনদের গুনাহ মাফ করে দিয়ে আল্লাহ প্রথম থেকে তাদেরকে জান্নাত দিয়ে দেবেন।

অসতর্ক ব্যাখ্যা-৩

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا.

নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না। আর এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে চান ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরিক করল সে অতিবড়ো এক গুনাহ রচনা করল।

(সুরা নিসা/৪ : ৪৮)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا .

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না, আর এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করে সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে যায়।

(সুরা নিসা/৪ : ১১৬)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির 'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না, আর এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন' অংশের প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো– শেষ বিচারের দিন আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না। আর শিরক ছাড়া অন্য কবীরা গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন। এ ব্যাখ্যা প্রায় সকল মুসলিম জানে ও বিশ্বাস করে।

আয়াত দুটির উল্লিখিত অংশের প্রচলিত ব্যাখ্যা যে সকল কারণে গ্রহণযোগ্য হবে না

কারণ-১

আয়াতটির এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হলে আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া তো দূরের কথা সাধারণ ন্যায় বিচারকও থাকেন না (নাউযুবিল্লাহ)। ন্যায় বিচারের জন্য আইন অবশ্যই ঘটনা ঘটার আগে (Pre-facto) তৈরি করতে হবে। পরে (Post-facto) নয়। প্রচলিত ব্যাখ্যায় আল্লাহ আইন তৈরি করবেন শেষ বিচারের দিন, বিচারে বসে।

এ বিষয়ে কুরআন–

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ .

এটি এ জন্য যে, তোমার রব কোনো জনপদকে (তার আদেশ সম্পর্কে) অনবহিত থাকা অবস্থায় ধ্বংস করার মতো একটি জুলুম করেন না।

(সুরা আন'আম/৬ : ১৩১)

কারণ-২ : আগে উল্লিখিত সকল আয়াতের বক্তব্যের বিরোধী হওয়া।

আয়াত দুটির উল্লিখিত অংশের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য নিম্নের বিষয়গুলো জানা থাকতে হবে–

১. কুরআন তাফসীরের ১ ও ২ নং নীতিমালা।
২. শিরক করলে কী কী ধরনের গুনাহ হওয়া সম্ভব।
৩. গুনাহ মাফ হওয়ার উপায় ও নীতিমালা।
৪. 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির অর্থ।

কুরআন ব্যাখ্যার ১ ও ২ নং নীতিমালা

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই।
২. একটি বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।

শিরকসহ যে কোনো বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহর দৃষ্টিকোণ থেকে যে অবস্থান হওয়া সম্ভব–

১. গুনাহ না হওয়া।
২. ছগীরা গুনাহ।
৩. মধ্যম (না ছগীরা না কবীরা) গুনাহ।
৪. সাধারণ কবীরা গুনাহ।
৫. কুফরীর কবীরা গুনাহ।

গুনাহ মাফ হওয়ার উপায়সমূহ–

১. তাওবা
২. নেক আমল
৩. দোয়া
৪. শাফায়াত

'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির অর্থ

আল কুরআনের যত স্থানে কথাটি এসেছে তার অধিকাংশ স্থানে এর অর্থ হলো– আল্লাহ তা'য়ালার অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহ তা'য়ালার তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম/নীতিমালা/বিধান অনুযায়ী সংঘটিত হওয়া।

আয়াত দুটির উল্লিখিত অংশের প্রকৃত ব্যাখ্যামূলক অর্থ

নিশ্চয় আল্লাহ শিরক সংক্রান্ত কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া ক্ষমা করেন না। আর শিরক সংক্রান্ত অন্যান্য (ছগীরা ও মধ্যম) গুনাহ, আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি করা ও জানিয়ে দেওয়া নীতিমালা অনুযায়ী নেক আমল, শাফায়াত ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষমা হয়।

অসতর্ক ব্যাখ্যা-৪

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا . ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.

(৭১) আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তা (জাহান্নামের ওপর দিয়ে বিছানো পুলসিরাত) অতিক্রম করবে না। এটা তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। (৭২) অতঃপর আমরা মুত্তাকীদেরকে نُنَجِّي করব এবং জালিমদেরকে সেখানে (জাহান্নামে) নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো।

(সুরা মারিয়াম/১৯ : ৭১,৭২)

৭২ নং আয়াতটির প্রচলিত অর্থ : অতঃপর আমরা মুত্তাকীদের মুক্ত/উদ্ধার করব এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের সেখানে (জাহান্নামে) নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো।

এ অর্থের পর্যালোচনা : نُنَجِّي শব্দটির একটি অভিধানিক অর্থ মুক্ত করা/উদ্ধার করা। তাই অভিধান অনুযায়ী এ অনুবাদ ঠিক আছে। কিন্তু কুরআনের জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা অনুযায়ী এটি সঠিক নয়। কারণ, এ অনুবাদ অসংখ্য আয়াতের বিপরীত।

আয়াতটির প্রকৃত অর্থ : نُنَجِّي শব্দটির অন্য একটি আভিধানিক অর্থ হলো নিরাপদ রাখা/রক্ষা করা। তাই আয়াতটির প্রকৃত অর্থ হবে– অতঃপর আমরা মুত্তাকীদের নিরাপদ রাখবো এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের সেখানে (জাহান্নামে) নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো।

অসতর্ক ব্যাখ্যা-৫

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ . فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ . خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ.

(১০৫) যেদিন তা আসবে সেদিন তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ (হবে) অসুখী ও কেউ (হবে) সুখী। (১০৬) অতঃপর যারা অসুখী হবে তারা যাবে জাহান্নামে এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ। (১০৭) সেখানে তারা স্থায়ী হবে যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে (চিরকাল), (কারো ব্যাপারে) তোমার রবের অন্য রকম ইচ্ছা থাকলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার রব যা ইচ্ছা করেন তা করতে পারেন।

(সুরা হুদ/১১ : ১০৫-১০৭)

১০৭ নং আয়াতটির প্রচলিত বিভিন্ন ব্যাখ্যা

১. কাতাদাত রহ. বলেছেন– আমাদের জ্ঞান এ আয়াতের মর্মার্থ ধারণ করতে অক্ষম। কাজেই শেষ কথা হচ্ছে আল্লাহপাকই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

২. ইবনে কাসীর রহ. কাতাদা রহ.-এর উল্লিখিত কথাটি সম্পর্কে তাঁর তাফসীরে লিখেছেন– এ সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালারই রয়েছে।

৩. অনেক তাফসীরকারী আয়াতটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন– জাহান্নামে যাওয়া অসুখী ব্যক্তিদের মধ্যে যারা মু'মিন হবে, গুনাহের সমপরিমাণ সময় জাহান্নামের শাস্তি ভোগ হয়ে গেলে আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় তাদেরকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেবেন।

এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর এর কারণ হলো–

কারণ-১ : পরের আয়াত। আয়াতটি হলো–

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ.

পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান তারা যাবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে (চিরকাল), তোমার প্রতিপালকের অন্যরকম (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা থাকলে ভিন্ন কথা। এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

(সুরা হুদ/১১ : ১০৫-১০৭)

ব্যাখ্যা : ১০৭ নং আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হলে ১০৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা হবে– যারা জান্নাতে যাবে তাদের মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তিকে নেকীর সমপরিমাণ সময় জান্নাতে থাকার পর আল্লাহ

নিজ ইচ্ছায় বের করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবেন। এ বক্তব্য কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বক্তব্যের স্পষ্ট বিরোধী।

কারণ-২ : ১০৫ নং আয়াতে পরিষ্কারভাবে জানা যায়– আয়াতগুলোতে উল্লিখিত ঘটনাগুলো ঘটবে তথা আল্লাহর সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়িত হবে পরকালে বিচার-ফয়সালা হওয়া দিনটির সময়ের মধ্যে, কিছুকাল জাহান্নাম বা জান্নাত ভোগ করার পরে নয়।

কারণ-৩ : এ ব্যাখ্যা কুরআনের অনেক আয়াতের বক্তব্যের বিরোধী হবে। কারণ, সেখানে বলা হয়েছে– একটি কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিনকেও চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

কারণ-৪ : আল্লাহর ইচ্ছা কথাটার প্রকৃত ব্যাখ্যা (আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/নীতি/বিধি-বিধান) জানা না থাকা।

আয়াত ৪টির প্রকৃত ব্যাখ্যা

১০৫-১০৭ নং আয়াত– সে দিন অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। আর পৃথিবীর সকল মানুষ সে দিন বিচার-ফয়সালার মাধ্যমে অসুখী ও সুখী এ দুইভাগে বিভক্ত হবে। অসুখীদের জাহান্নামে পাঠানো হবে। সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। চিরকাল তারা সেখানে থাকবে। ঐ অসুখীদের মধ্যে শুধু বিভিন্ন ধরনের (সাধারণ, তাগুত ও মুনাফিক) কাফিরদের থাকার কথা কিন্তু আল্লাহ নিজ অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় তথা নিজ তৈরি ও কুরআন-সুন্নাহের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া বিধান অনুযায়ী, কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিনদেরও চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকার শাস্তি দেবেন। নিশ্চয় তোমার রব সকল বিষয়ে ন্যায়ভিত্তিক নীতিমালা তৈরির ক্ষমতা রাখেন।

১০৮ নং আয়াত– আর যারা বিচারে সুখী বলে প্রতীয়মান হবে, তাদের তিনি চিরকালের জন্য জান্নাতে পাঠিয়ে দেবেন। তাদের মধ্যে শুধু নেককার মুমিনদেরই থাকার কথা কিন্তু তোমার রব নিজ ইচ্ছায় তথা নিজ তৈরি করা ও জানিয়ে দেওয়া বিধান অনুযায়ী কবীরাগুনাহ ছাড়া অন্য গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিনদেরও ঐ পুরস্কার দেবেন।[৩]

---

৩. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন–معناه ولو شاء ربك لأخرجهم منها ولكنه لا يشاء أنه حكم لهم بالخلود অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক যদি ইচ্ছা করেন তাহলে

অসতর্ক ব্যাখ্যা-৬

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ۚ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۖ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

আর যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করবেন (এবং বলবেন), হে জ্বিন সম্প্রদায় (জ্বিন শয়তানেরা), তোমরা অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগামী করেছিলে। তখন মানবসমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুরা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা একে অপরের মাধ্যমে লাভবান হয়েছি এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করেছিলে এখন আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, জাহান্নামই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ কারো ব্যাপারে অন্যরকম চাইলে ভিন্ন কথা। তোমার রব অবশ্যই মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাজ্ঞানী। (সুরা আন'আম/৬ : ১২৮)

আয়াতটির অসতর্ক ব্যাখ্যা ও তার পর্যালোচনা : আয়াতটির 'আল্লাহ কারো ব্যাপারে অন্যরকম ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা' অংশটুকুর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ লিখেছেন– যারা জাহান্নামে যাবে তাদের মধ্যে যারা মু'মিন হবে, কিছুকাল শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহ তাদেরকে যে কোনো উপায়ে (শাফায়াত বা নিজ ইচ্ছায়) বের করে এনে চিরকালের জন্য জান্নাতে পাঠিয়ে দেবেন।

এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর তার কারণসমূহ হলো–

কারণ-১ : আয়াতটির আগে কয়েকটি আয়াতের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, আয়াতটিতে কাফির ব্যক্তিদের সামনে রেখে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে। আবার শুধুমাত্র আয়াতটির বক্তব্য পর্যালোচনা করলেও বুঝা যায়, বক্তব্যটি করা হয়েছে কাফির ব্যক্তিদের ব্যাপারে। কারণ, যে সকল ব্যক্তি জেনে বুঝে, ইচ্ছা করে শয়তানকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে পরস্পরের সহায়তায় দুনিয়ায় ফায়দা লুটেছিল তারা মু'মিন হতে পারে না। সুতরাং কাফির ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কাউকে কিছুকাল পর বের করে এনে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দেবেন তা হতে পারে না।

তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন, কিন্তু তিনি তাদের ব্যাপারে তা ইচ্ছা করবেন না, বরং তিনি তাদের জন্য স্থায়ীভাবে থাকার বিধান দেবেন। (বাগাবী, মা'আলিমুত তানযীল, খ. ৪, পৃ. ২০১।)

কারণ-২ : আয়াতটির বক্তব্য থেকে সহজে বোঝা যায়– আয়াতটিতে উপস্থাপন করা আল্লাহর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হবে শেষ বিচারের দিনটির সময়সীমার মধ্যে। কিছুকাল জাহান্নাম খাটার পরে নয়।

কারণ-৩ : এ ব্যাখ্যা কুরআনের অনেক আয়াতের বক্তব্যের স্পষ্ট বিরোধী। কারণ, সেখানে বলা হয়েছে– কাফির বা কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনরা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে।

কারণ-৪ : আল্লাহর ইচ্ছা কথাটার প্রকৃত ব্যাখ্যা (আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/নীতি/বিধি-বিধান) জানা না থাকা।

আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা বুঝতে হলে যে বিষয়টি আগে জানতে হবে

শেষ বিচারের দিন জালিম তথা অত্যাচারী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করে বিচার করা হবে কাফির এবং বড়ো গুনাহগার হিসেবে মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকে। কারণ, একজন কাফিরের বড়ো অপরাধের মাধ্যমে মানুষের যে পরিমাণ ক্ষতি হয় একজন মু'মিনের বড়ো অপরাধের মাধ্যমেও মানুষের একই পরিমাণের ক্ষতি হয়। আল কুরআনের অনেক আয়াতে কবীরা গুনাহগার মু'মিনদের জালিম বলা হয়েছে। ঐ সকল স্থানের একটি–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

হে যারা ঈমান এনেছ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা তারা তাদের (উপহাসকারীর) চেয়ে উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকে যেন উপহাস না করে, কেননা তারা তাদের (উপহাসকারিণীর) চেয়ে উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরের মানহানি করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না; ঈমান আনার পর মন্দ নাম কতই না খারাপ (করীর গুনাহ)। আর যারা তাওবা করে না তারাই জালিম।

(সুরা হুজুরাত/৪৯ : ১১)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে মু'মিন ব্যক্তিদের কিছু আচার-আচরণ তথা উপহাস করা, দোষ খুঁজে বেড়ান ও খারাপ নামে ডাকা থেকে বিরত থাকতে বলার পর ঐ ধরনের আচার-আচরণ করা কবীরা গুনাহ বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর

আল্লাহ বলেছেন, যারা ঐ ধরনের আচরণ থেকে তাওবা করবে না তারা জালিম। অর্থাৎ আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যারা কৃত কবীরা গুনাহ মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় আগে তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের পরকালে জালিম ধরে বিচার-ফয়সালা করা হবে।

আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা

আল্লাহ এখানে বলেছেন– শেষ বিচারের দিন তিনি শয়তানের বন্ধু, কাফির জালিমদের চিরকাল জাহান্নামে থাকার শাস্তি দেবেন। ঐ ধরনের শাস্তি শুধু কাফিরদের পাওয়ার কথা কিন্তু নিজ ইচ্ছায় তথা নিজ তৈরি করা ও জানিয়ে দেওয়া বিধান অনুযায়ী, কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদেরও তিনি ঐ ধরনের শাস্তি দেবেন।

এ ব্যাখ্যা সঠিক হওয়ার প্রমাণ হলো পরের (১২৯ নং) আয়াতটি–

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظّٰلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .

এভাবে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমরা জালিমদের একদলকে অন্য দলের মিলিয়ে দেবো।

(সুরা আন'আম/৬ : ১২৯)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে বলেছেন– শেষ বিচারের দিন তিনি কাফির ও মু'মিন বিভাগের জালিমদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য অভিন্ন ধরনের শাস্তি দিয়ে জাহান্নামে পরস্পরের সঙ্গী বানিয়ে দেবেন। কারণ, তাদের কাজের জন্য মানুষের অভিন্ন ধরনের ক্ষতি হয়েছিল।

অসতর্ক ব্যাখ্যা-৭

رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ.

(যখন) সময় আসবে কাফিররা কামনা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হতো।

(সুরা হিজর/১৫ : ২)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ . أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.

অবশ্যই মুত্তাকী ব্যক্তিদের তাদের রবের কাছে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত রয়েছে। আমি কি মুসলিমদেরকে অপরাধীদের মতো গণ্য করব? তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা এ কেমন বিচার করছো?

(সুরা আল কলাম/৬৮ : ৩৪, ৩৫, ৩৬)

সম্মিলিত অসতর্ক ব্যাখ্যা : আয়াতগুলো বিশেষ করে প্রথম আয়াতটির অসতর্ক ব্যাখ্যা করে কেউ কেউ বলেছেন জাহান্নাম থেকে মু'মিনদের বের হয়ে আসতে দেখে কাফিররা উল্লিখিত কথা বলবে।

সম্মিলিত সঠিক ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোতে মুসলিম বলা হয়েছে মু'মিন বলা হয়নি। মুসলিম হলো সর্বনিম্ন স্তরের নেককার মু'মিন। তাই কোনো মুসলিম জাহান্নামে যাবে না। জাহান্নামে যাবে ও সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে কাফির ও কবিরা গুনাহগার মু'মিনরা। বিষয়টি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যথাযথ মানের আল্লাহ-সচেতন হও এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১০২)

অসতর্ক ব্যাখ্যা-৮

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

আর তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে, হায়! যদি আমাদের (দুনিয়ায় আবার) প্রত্যাবর্তন ঘটতো তবে আমরা আমাদের রবের আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম না এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

(সুরা আন'আম/৬ : ২৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে যে কাফিরদের কথা তুলে ধরা হয়েছে তারা এখনো জাহান্নামে প্রবেশ করেনি।

অসতর্ক ব্যাখ্যা-৯

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ.

(৩২) অতঃপর আমরা কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি আমাদের বান্দাদের মধ্য থেকে যাদের আমরা মনোনীত করেছি। অতঃপর তাদের কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী। কেউ মধ্যম অবস্থানে। আর কেউ আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছায় নেক আমলে অগ্রগামী। এটাই মহাঅনুগ্রহ। (৩৩) স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে, সেখানে তাদের স্বর্ণ নির্মিত কঙ্কন ও মুক্তা দিয়ে অলংকৃত করা হবে। (৩৪) আর সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। আর তারা বলবে– প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন। আমাদের রব নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও পরম প্রতিদানদাতা।

(সুরা ফাতির/৩৫ : ৩২, ৩৩, ৩৪)

ব্যাখ্যা : ৩২ নং আয়াতে মু'মিনগণ ৩ শ্রেণিতে বিভক্ত থাকার কথা জানা যায়–

১. নিজের প্রতি জুলুমকারী মু'মিন।
২. মধ্যম অবস্থানের মু'মিন।
৩. নেক আমলে অগ্রগামী মু'মিন।

৩৩ ও ৩৪ নং আয়াত দুটি থেকে জানা যায় উল্লিখিত তিন শ্রেণির মু'মিনগণ জান্নাতে যাবে। নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করলে সে ব্যাখ্যা এবং উল্লিখিত তিন বিভাগের মু'মিনগণের জান্নাতে যাওয়ার বিষয়টি, কুরআনের অন্যকোনো আয়াতের বিপরীত হয় না; তাই গ্রহণযোগ্য হয়–

১. নিজের প্রতি সবচেয়ে কম জুলুমকারী মু'মিন
এ বিভাগে থাকবে প্রায় সমান পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ আমল ছেড়ে দেওয়া মু'মিনগণ। অর্থাৎ আমলনামায় ছগীরা গুনাহ থাকা মু'মিনগণ।

২. নিজের প্রতি মধ্যম পর্যায়ে জুলুমকারী মু'মিন
এ বিভাগে থাকবে মধ্যম পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ আমল ছেড়ে দেওয়া মু'মিনগণ। অর্থাৎ আমলনামায় মধ্যম গুনাহ থাকা মু'মিনগণ।

৩. নেক আমলে অগ্রগামী মু'মিন
এ বিভাগে থাকবে ছেড়ে দেওয়া আমলের সমান পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা বা গুনাহ না করা মু'মিনগণ। অর্থাৎ আমলনামায় গুনাহ না থাকা মু'মিনগণ।

প্রচলিত সহীহ হাদীস যা মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে ভুল ধারণা চালু হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে

চলুন এখন উল্লেখ ও পর্যালোচনা করা যাক– কিছু সহীহ হাদীস, যার বক্তব্য কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিনরা কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে, জাতি বিধ্বংসী এ তথ্য মুসলিম সমাজে চালু হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। বড়ো হাদীসগুলোর শুধুমাত্র আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত অংশটুকুই উল্লেখ করা হবে–

হাদীস-১

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ... ... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি সুলাইমান ইবন হারব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস রা. বলেন, নবী স. বলেছেন– আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীগণই বিশেষভাবে আমার শাফায়াত লাভ করবে।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৪৭৪১।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ... ... جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ﷺ إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا إِلَّا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ.

ইমাম মুসলিম রহ. জাবির ইবন আব্দিল্লাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনুশ শা'য়ির রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির ইবনু 'আব্দিল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। এদের মুখমণ্ডল ছাড়া সারা দেহ জ্বলে পুড়ে গেছে। অবশেষে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪৯২
- হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ..... عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ . قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ . قَالُوا لاَ . قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ . فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا ، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ . فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا .

فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ جَهَنَّمَ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلاَّ الرُّسُلُ ، وَكَلاَمُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ . وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللَّهُ ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو ،

حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، أَمَرَ اللَّهُ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ،

ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الْجَنَّةَ ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ ،

قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا ، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا . فَيَقُولُ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ . فَيُعْطِى اللَّهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ ، فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ . فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِى كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ . فَيَقُولُ فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ . فَيُعْطِى رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا ، فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ . فَيَقُولُ اللَّهُ وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ ، أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِى أُعْطِيتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ .

فَيَضْحَكُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْهُ ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِى دُخُولِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ تَمَنَّ . فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ أُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَمَنَّ كَذَا وَكَذَا . أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ ، حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمَانِىُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ لأَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنهما - إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ قَوْلَهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূল ইয়ামান রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, সাহাবীগণ নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর রসুল! আমরা কি কিয়ামাতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাবো? তিনি বললেন– মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ করো? তাঁরা বললেন– না, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য

দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোনো সন্দেহ আছে? সবাই বললেন– না। তখন তিনি বললেন– নিঃসন্দেহে তোমরাও আল্লাহকে তেমনিভাবে দেখতে পাবে।

কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা বলবেন, যে যার উপাসনা করতে সে যেন তার অনুসরণ করে। তাই তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করবে, কেউ চন্দ্রের অনুসরণ করবে, কেউ তাগুতের অনুসরণ করবে। আর বাকি থাকবে শুধুমাত্র উম্মাহ, তবে তাঁদের সাথে মুনাফিকরা থাকবে।

তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রবের আগমন না হবে, ততক্ষণ আমরা এখানেই থাকব। আর তাঁর যখন আগমন হবে তখন আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারব।

অতঃপর তাদের মাঝে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'য়ালা আগমন করবেন এবং বলবেন, "আমি তোমাদের রব।" তাঁরা বলবে– হ্যাঁ, আপনিই আমাদের রব। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ডাকবেন।

অতঃপর জাহান্নামের ওপর একটি সেতু স্থাপন করা হবে। রসুলগণের মধ্যে আমিই সবার আগে আমার উম্মাত নিয়ে এ পথ অতিক্রম করব। সেদিন রসুলগণ ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না। আর রসুলগণের কথা হবে– 'اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ' (আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম) হে আল্লাহ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

আর জাহান্নামে বাঁকা লোহার বহু শলাকা থাকবে, সেগুলো হবে সা'দান কাঁটার মতো। তোমরা কি সা'দান কাঁটা দেখেছ? তারা বলবে– হ্যাঁ, দেখেছি। তিনি বলবেন, সেগুলো দেখতে সা'দান কাঁটার মতোই। তবে সেগুলো কত বড়ো হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। সে কাঁটা আমল অনুযায়ী লোকদের গতিকে কমাবে। তাদের কিছু লোক ধ্বংস হবে তাদের আমলের কারণে। কিছু লোক কাঁটায় আক্রান্ত হবে, অতঃপর নাজাত পেয়ে যাবে।

জাহান্নামীদের থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা রহমত করতে ইচ্ছা করবেন, তাদের ব্যাপারে মালাইকাকে নির্দেশ দেবেন– যারা আল্লাহর 'ইবাদত করতো, তাদের যেন জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হয়। মালাইকা তাদের বের করে আনবেন, আর সিজদার চিহ্ন দেখে তাঁরা তাদের চিনতে

পারবেন। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামের জন্য সিজদার চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেওয়া হারাম করে দিয়েছেন।

অতঃপর তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। সিজদার চিহ্ন ছাড়া আগুন বনী আদামের সব কিছুই গ্রাস করে ফেলবে। অবশেষে, তাদেরকে অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের ওপর 'আবে-হায়াত' ঢেলে দেওয়া হবে, ফলে তারা স্রোতে বাহিত ফেনার ওপর গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মতো সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদের বিচার কাজ সমাপ্ত করবেন কিন্তু একজন লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে থেকে যাবে। তাঁর মুখমণ্ডল তখনো জাহান্নামের দিকে ফেরানো থাকবে। জাহান্নামবাসীদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী সেই শেষ ব্যক্তি।

সে তখন নিবেদন করবে, হে আমার রব! জাহান্নাম থেকে আমার চেহারা ফিরিয়ে দিন। এর দূষিত হাওয়া আমাকে বিষিয়ে তুলছে, এর লেলিহান শিখা আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলবেন, তোমার নিবেদন গ্রহণ করা হলে, তুমি এছাড়া আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে– না, আপনার ইজ্জতের শপথ! সে তার ইচ্ছামত আল্লাহ্ তা'য়ালাকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। কাজেই আল্লাহ তা'য়ালা তার চেহারাকে জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দেবেন।

অতঃপর সে যখন জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে, তখন সে জান্নাতের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ্র ইচ্ছা সে চুপ করে থাকবে। অতঃপর সে বলবে, হে আমার রব! আপনি জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছে দিন।

তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন, তুমি আগে যা চেয়েছিলে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না বলে তুমি কি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দাওনি? তখন সে বলবে– হে আমার রব! তোমার সৃষ্টির সবচেয়ে অসুখী আমি হতে চাই না। আল্লাহ তাৎক্ষণিক বলবেন, তোমার এটি পূরণ করা হলে তুমি এছাড়া আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে– না, আপনার ইজ্জতের কসম! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। এ ব্যাপারে সে তার ইচ্ছানুযায়ী অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে।

সে যখন জান্নাতের দরজায় তখন জান্নাতের অনাবিল সৌন্দর্য ও অভ্যন্তরীণ সুখ-শান্তি ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছা

করবেন সে চুপ করে থাকবে। অতঃপর সে বলবে– হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলবেন– হে আদম সন্তান, কী আশ্চর্য! তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করনি এবং প্রতিশ্রুতি দাওনি যে– তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তাছাড়া আর কিছু চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আপনার সৃষ্টির মধ্যে আমাকে সবচেয়ে অসুখী করবেন না।

এতে আল্লাহ হেসে দেবেন। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেবেন এবং বলবেন– চাও। সে তখন চাইবে, এমন কি তার চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ফুরিয়ে যাবে। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলবেন– এটা চাও, ওটা চাও। এভাবে তার রব তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবেন। অবশেষে যখন তার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেবেন– এ সবই তোমার, এর সাথে আরও সমপরিমাণ (তোমাকে দেওয়া হলো)।

আবূ সা'ঈদ খুদরী রা. আবূ হুরায়রা রা.-কে বললেন, আল্লাহ্‌র রসুল স. বলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা বলেবেন– এ সবই তোমার, তার সাথে আরও দশগুণ (তোমাকে দেওয়া হলো)। আবূ হুরায়রা রা. বললেন, আমি আল্লাহর রসুল স. থেকে শুধু এ কথাটি স্মরণ রেখেছি যে, এ সবই তোমার এবং এর সাথে সমপরিমাণ। আবূ সা'ঈদ রা. বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, এসব তোমার এবং এর সাথে আরও দশগুণ।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭৭৩
- ◆ হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীসগুলোর পর্যালোচনা

এ ধরনের আরও হাদীস, হাদীসের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ থাকতে পারে বা আছে। উল্লিখিত হাদীসগুলোর বক্তব্য (মতন) আগে উল্লিখিত অনেক কুরআনের আয়াত, এ বিষয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী সহীহ হাদীস এবং Common sense-এর সরাসরি বিরোধী। তাই, হাদীসগুলো রসুল স.-এর কথা হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে কি না তা সকল মুসলিমকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। আর হাদীসগুলো সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে দুটি তথ্য সকলকে বিশেষভাবে সহায়তা করবে–

১. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ বলা হয় সনদের নির্ভুলতার ভিত্তিতে। মতনের নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়।

২. জাল হাদীস প্রচারের একটি স্বীকৃত পদ্ধতি হলো– পুত্র বা পরিবারের কোনো সদস্য পাণ্ডুলিপির মধ্যে মিথ্যা হাদীস লিখে রাখত। সংকলনকারী বেখেয়ালে তা বর্ণনা করতেন।
(১. ইরাকী, আত-তাকঈদ, পৃষ্ঠা-২৮, ২৯।
২. সুছুতী, তাদরীবুর রাবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৪।
৩. হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. খন্দকার আ. ন. ম. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা নং ১৩৪)

বিশেষ দ্রষ্টব্য : জাহান্নাম থেকে রসুল স. ও অন্যান্য মানুষের শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদের জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে যাওয়ার বক্তব্যধারণকারী যে সকল হাদীস আছে সেগুলো উল্লেখ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে– **শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?** (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামক বইটিতে।

শেষ কথা

পুস্তিকায় আলোচনাকৃত সকল তথ্য জানার পর কারো মনে এ ব্যাপারে দ্বিধা থাকার কথা নয় যে– কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী সকল মু'মিনকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকতে হবে। তাই যে সকল মুসলিম চিরকালের জন্য জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচতে চায় তাদের সবাইকে কবীরা গুনাহ তথা বড়ো অপরাধ করে ফেললে সাথে সাথে তাওবা করে পরিপূর্ণ ইসলামে ফিরে আসতে হবে। কারণ, মৃত্যু কখন হবে তা আমাদের কারো জানা নেই। আর তাওবা কবুল হতে হলে তা মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময়ের আগে করতে হবে। অর্থাৎ মৃত্যুর অন্তত এতটুকু সময় আগে করতে হবে যখন ব্যক্তির জ্ঞান ও শক্তি এমন থাকে যে, গুনাহ করার সুযোগ আসলে ব্যক্তি ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে তা করতে পারে। কিন্তু তাওবা করার কারণে সে তা করে না। জান্নাতে যাওয়ার ইচ্ছা থাকা বিশ্বের সকল মুসলিম যদি এভাবে তাদের জীবনকে সংশোধন করে নেয় তথা জীবন পরিচালনা করে, তবে তাদের দেশগুলো শান্তির নীড়ে পরিণত হবে। আর তা দেখে শান্তির খোঁজে দৌড়ে বেড়ানো পৃথিবীর অগণিত মানুষ শান্তির জীবন-ব্যবস্থা ইসলামে দলে দলে যোগদান করবে। বক্তব্যটি যে সঠিক ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলো তার প্রমাণ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের ঈমানী দায়িত্ব হচ্ছে পুস্তিকার কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তথ্যসহ আমাকে জানানো। আর আমার ঈমানী দায়িত্ব হচ্ছে সে তথ্য সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা প্রকাশ করা। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. মৌলিক শতবার্তা (যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান (যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠনপদ্ধতি প্রচলিত সুর নাকি আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা নাকি কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের সহজ উপায়
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ি-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া দাওয়াহ সেন্টার :** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া। ০১৭৩০৯১৪৫৮৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** দুপচাচিয়া, বগুড়া, ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭৭৯১০৯৯৬৮
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২, নিচতলা, হাজী মহসিন রোড, টুটপাড়া, খুলনা। ০১৯১৬১৩৮৩৪৩, ০১৯৩২৬৪০০৭৫, ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

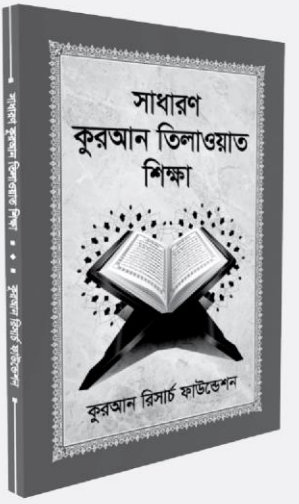

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

- দুই খণ্ড
- শুধু বাংলা
- পকেট সাইজ

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত
২০০ শব্দের
সংক্ষিপ্ত অভিধান

যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে
সাথে রাখুন সবসময়...

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া **মৌলিক শতবার্তা**

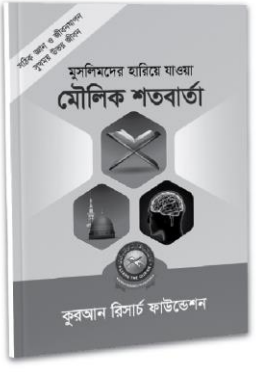

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

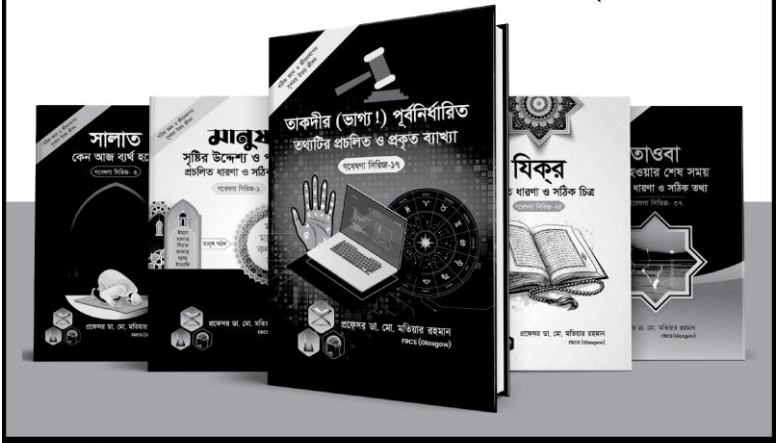

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১